রায়ের ২৪ ঘন্টার

মধ্যেই সাংসদ পদ

খারিজ রাহুলের

সংবাদ সংস্থা : মোদী পদবি নিয়ে মন্তব্য করায় রাহুল গান্ধী সুরাতের

আদালতে দু-বছরের কারাদণ্ডের সাজা পেয়েছেন। তারপর লোকসভার

সচিবালয় তাঁর সাংসদ পদ খারিজের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তারপর

রাহুল গান্ধী প্রথম মুখ খুললেন। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা

রাহুল গান্ধীর প্রথম প্রতিক্রিয়া

রাহুল গান্ধী প্রথম প্রতিক্রিয়া বলেন, ভারতের জন্য লড়াই চলবে। দেশের

জন্য লড়তে যেকোনও মূল্য দিতে তিনি তৈরি। উল্লেখ্য, প্রাক্তন কংগ্রেস

সভাপতি রাহুল গান্ধীকে ২০১৯ সালের মানহানির মামলায় দোষীসাব্যস্ত

করে তাঁরা ভোটে লড়ার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে বিজেপি। সে

হিন্দিতে টুইট করেন রাহুল সাসংদ হিসেবে লোকসভা থেকে খারিজ হওয়ার পর রাহুল গান্ধী তাঁর

প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দেশের হয়ে লড়তে তিনি যেকোনো মূল্য দিতে

প্রস্তুত। আমি ভারতের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার জন্য লড়াই করছি। সেই

লড়াই চলবে। এদিন হিন্দিতে টুইট করে এই বার্তা দিয়েছেন রাহুল

রাহুল গান্ধীকে আটকাতে...

এদিন লোকসভার সচিবালয় কেরালার ওয়ানাডের সংসদ ক্ষেত্রকে সাংসদ

শূন্য ঘোষণা করেছে। নির্বাচন কমিশন এখন আসনটির জন্য বিশেষ

নির্বাচনের ঘোষণা করেছে। দিল্লিতে সরকারি বাংলো খালি করার জন্য

রাহুল গান্ধীকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। মোট কথা রাহুল গান্ধীকে

কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন রাহুল, তাই...

জন্য তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

দিলেন কংগ্রেস নেতা।

চাঁদের নীচে উজ্জ্বল আলোক বিন্দু, দেখা দিল রাজ্য থেকেও, শুরু হল রোজা।



Tripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 82: Saturday, 25th March, 2023, সংখ্যা- ৮২ : ১০ চৈত্ৰ, ১৪২৯ বাংলা, শনিবার : মূল্য ঃ ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabishyat.ir

রাজনীতিতে সম্পূর্ণ বোকা সুদীপ বর্মণ। আর ব্যর্থ নেতা জিতেন চৌধুরী। তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বার বার্ই সুদীপকে বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন। কখনো তাকে কলাকার বলে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করেছেন। কখনো আসন সমঝোতার নামে দিনের পর দিন তাকে টুপি পরিয়েছেন। সুদীপ বর্মনের রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ হলেও তিনি কখনোই নিজের লোকদের চিনতে পারেন নি। কান কথা শোনে গ্যাস বেলনের মতো ফলে নিজের রাজনৈতিক জীবনকে ধংসের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। সংসদীয় রাজনীতি

থেকে অবসর কথা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। তার লোকেরা পরিবারের কাছ সরে গেছে আত্মঅহংকার



ঘোষনা একে একে দবাই তাদের থেকে দূরে আর মুখে

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে একের পর এক ভূল সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক জীবনকে হাস্যকর করে তুলেছেন। সর্বশেষ অধ্যক্ষ নির্বাচনে বড় ধরনের টুপি পড়েছেন সুদীপবাবু। প্রদ্যুতের কথায় বিশ্বাস করতে গিয়ে নিজে আগাম ঘোষনা দিয়ে দিয়েছেন বিরোধীদের সন্মিলিত অধ্যক্ষ প্রার্থী ২৭টি নিশ্চিত ভোটের কথা। তখন প্রদ্যুত

কিশোর অমিত শাহের সাথে গোপন রফা করে গৌহাটিতে হিমন্ত

আগরতলা, ২৪ মার্চ (হি. স.): ত্রিপুরা বিধানসভায় আজ অতিরিক্ত ব্যয় বরান্দের দাবি এবং ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছেন অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। আজ তিনি ৩০৬৫.৩৭ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরান্দের দাবি এবং ৯০৬৬.৫৬ কোটি টাকার ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছেন। প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার থেকে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। নির্বাচনী বছরে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের জন্য আজ ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছেন অর্থ মন্ত্রী। এদিকে, নির্বাচনকে ঘিরে এবছর বিধানসভা অধিবেশন হয়নি। ফলে, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবিও পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই, আজ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরান্দের দাবি পেশ করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

ডিউটি হ্রাস

আগরতলা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরায় দুইটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি হ্রাসে বিল এনেছে রাজ্য সরকার। আজ বিধানসভায় উচ্চ শিক্ষা এবং রাজস্ব দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা ওই তিনটি বিল উত্থাপন করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আর্য়ভট্ট আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে দুইটি বিল পেশ করেছেন। ওই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় মূলত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তাতে, ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হবে না। মলত, উচ্চ শিক্ষার প্রসারে ওই দুইটি বিল আনা হয়েছে বলে ত্রিপুরা সরকার দাবি করেছে।

এদিকে, মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি বিলের ষষ্ঠ সংশোধনী এনেছে ত্রিপুরা সরকার। এমনটাই বিলে উল্লেখ রয়েছে। ওই বিল অনুসারে মহিলাদের সম্পত্তি ক্রয়ে কিংবা বিক্রয়ে পূর্বের ৫ শতাংশের বদলে ৪ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি হ্রাস করেছে ত্রিপুরা সরকার। হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

মহিলারাই দিশা দেখাবে ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভার সাধারণ ত্রিপরা বিধানসভা মহিলা নির্বাচনে পরুষ ভোটার দের সশক্তিকরণে নতুন দিশা দেখাবে। তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি মহিলা কারণ, ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভায় ৮ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। প্রথা মেনে আজ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য ভাষণে একথা বলে সন্তোষ প্ৰকাশ কবেছেন।

তাঁর কথায়, আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার উজ্জল উদাহরণ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য।

ভোটার ভোটদান করেছেন। তাছাড়া আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই মহতী সভায় আট জন মহিলা সদস্যা রয়েছেন যা মহিলা স্বশক্তিকরণে নতুন দিশা দেখাবে।

এদিন তিনি বলেন. 'লক্ষ্য-২০৪৭'-এর রূপরেখা *ভে* ২য় পাতায় দেখুন

ইউএপিএ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, নিষিদ্ধা সংগঠনের সদস্য হওয়াও আইন ব্যবস্থার আওতায় আসবে। বিচারপতি এম আর শাহের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের পুরনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে, যেখানে বলা হয়েছে শুধু সদস্য

হওয়া অপরাধ নয়। আদালত ইউএপিএ এর ১০(এ)(১) ধারা বহাল রেখেছে ২০১১ সালে বিচারপতি মার্কন্ডেয় কাটজুর নেতৃত্বে দুই সদস্যের বেঞ্চ বলেছিল যে, শুধুমাত্র একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

২০১৪ সালে বিচারপতি দীপক মিশ্রের বেঞ্চ বিষয়টিকে একটি বড় বেঞ্চে পাঠায়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি এমআর শাহের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রায় সংরক্ষণ



জয়ের পর অধ্যক্ষের আসনে বিশ্ববন্ধু সেন। পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, জিতেন চৌধুরী ও গোপাল রায়। রয়েছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীও। ছবি নিজস্ব

জতেনকে আরোও

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : সুদীপ রায় বর্মণ, জীতেন্দ্র চৌধুরীদের ফের আরও একবার টুপি পড়িয়ে দিলেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনে শেষ মুহুৰ্তে তিপ্রামথার বিধায়করা ওয়াক আউট করে বিজেপির জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়ে লজ্জায় ফেলে দিলেন বাম — কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল রায়কে। নিজেদের অস্তিত্ব প্রদ্যুত কিশোরের কাছে বার বার বিলিয়ে দিয়ে বড় ধরনের

— কংগ্রেস জোট। এরপরও কি প্রদ্যুতের কাছে বাম কংগ্রেস নেতারা যাবেন টুপি পড়তে ? প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সর্বত্রই। চাণক্য অমিত শাহ'র চালে ফের হল বাজিমাত। ফের কুপুকাত হল বাম — কংগ্রেস জোট। প্রদ্যুতকে

অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে গেল বাম

বিশ্বাস করে আরও একবার ধোকা খেল সিপিএম কংগ্রেস নেতারা। বোকার মতন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সুদীপ বর্মণ জীতেন্দ্র চৌধুরীরা

সুদীপ বর্মনরা যখন ২৭ ভোটের গল্প শোনাচ্ছেন ঠিক তখনই গৌহাটিতে হিমন্তের বাসভবনে রুদ্ধদ্বার

বৈঠক করছেন প্রদ্যুত।

আলোচনা ছাড়াই ৬৪টি সংশোধনী

সহ লোকসভায় অর্থবিল পাস

দাবীতে যখন উত্তাল সংসদ,

সেসময় "অর্থবিল ২০২৩" পেশ

করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামন। আর, স্পিকার ওম

বিড়লার অনুমতিতে আলোচনা

ছাড়াই ধ্বনিভোটে তা পাশ হয়ে

দেখলেন বিজেপির জয়। মুচকি হাসলেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে এভাবেই ধোকা খেয়েছে বাম — কংগ্রেস জোটের নেতারা। নির্বাচনের ২ মাসের মধ্যে আরও একবার মুখ পুড়ল সিপিএম — কংগ্রেসের। অমিত শাহ'র এক ফোনেই মত বদল করলেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। অধ্যক্ষ নির্বাচনে অনুপস্থিত থাকলেন তিপ্রামথার ১৩ জন বিধায়ক। এর ফলে ৩২ — ১৪

ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন অধ্যক্ষ পদে বিজেপির প্রার্থী বিশ্ববন্ধু সেন। বিধানসভায় যখন আলোচনা চলছে প্রদ্যুত কিশোর তখন গৌহাটিতে বৈঠক করছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মার সাথে। শুক্রবার ছিল ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন। বিরোধী সম্মিলিত দলের প্রার্থী ছিলেন গোপাল রায়। কংখেসের প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন প্রদ্যুত কিশোরের

বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপের পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ। রাহুল গান্ধী কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন বলে তাঁকে চুপ করিয়ে জিএসটি চালু হওয়ায় রেস্তোরায় খাওয়ার খরচ কমেছে, দাবি কেন্দ্রের

আটকাতে ভিন্ন পন্থা নিয়েছে বিজেপি।

জিএসটি চালু হওয়ার দরুণ রেস্তোরাঁয় খাওয়ার খরচ কমেছে। তখনকার তুলনায় এখন বিল বাবদ কম টাকা খরচ হয়। জিএসটি চালু হওয়ার পর প্রতি ১ হাজার টাকায় অন্তত ১৫০ টাকা সাশ্রয় হয়। সম্প্রতি সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ার তরফে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। শুধু দাবি করাই হয়নি, ২০১৪ এবং ২০২২-২৩ সালের রেস্তোরাঁর বিল পাশাপাশি রেখে ছবি দিয়ে রীতিমতো অঙ্ক ক্ষে ব্ঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কীভাবে জিএসটি চাল হওয়ার পর রেস্তোরাঁয় ট্যাক্স সহ বিলের মোট পরিমাণ কমেছে।

ઉષ્ટ્રમ ચાર્જિ માર્જિય છોએ ઇન્ হয় ২০১৭ সালে। তার আগে রেজোরাঁর বিলের সঙ্গে আলাদাভাবে যুক্ত হত সার্ভিস ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট এবং সেস। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে ২৪ মার্চ একটি সাপ্তাহিক নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জিএসটি চালু হওয়ার আগে এবং পরে ১০০০ টাকা বিলের ক্ষেত্রে ট্যাক্স যোগ করার পর মোট বিলের অঙ্ক কষে দেখানো হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'এক দেশ- এক ট্যাক্স ব্যবস্থার ফলে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার খরচ কমেছে। ছবিটিতে দেখা যাচেছ, ২০১৪

সার্ভিস চার্জ বসানো হত। এছাড়াও ৬.৫ শতাংশ সার্ভিস ট্যাক্স, ০.২ শতাংশ কেকেসি, ০.২ শতাংশ এসবিসি এবং ১৪.৫ শতাংশ ভ্যাট নিয়ে মোট বিলের পরিমাণ হত ১৩০৩.৫ টাকা। কিন্তু জিএসটি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর একই টাকার বিলের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১০০ টাকা সার্ভিস চার্জ ছাডা অতিরিক্ত ফ্র্যাট ৫ শতাংশ জিএসটি বসানো হয়। ফলে মোট বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫৫ টাকায়। অর্থাৎ আগের তুলনায় প্রায় ১৫০ টাকা সাশ্রয় হয়। হিন্দুস্থান সমাচার/

ଧା(ଜ ହାଜୀর ঢାকা ।ଏ(ଜାর ৬পିর

১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১০০ টাকা

ভবিষ্যুৎ প্রতিনিধি : মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে বালুয়াছড়ি হরি দেবনাথের মৃত্যুর অভিযোগ করেছেন জেলা বুক কংগ্রেস সভাপতি ৷বালুয়াছড়ী এলাকায় রাতের আঁধারে বাইকে চলস্ত অবস্থায় মাথায় আঘাত করার ফলে হরি দেবনাথ নামে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলেই শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে অভিযোগ করলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রাতেই নিয়ে আসে বিশালগড়

গোপীনাথ সাহা। জানাযায় সাউথ চড়িলাম কৃষ্ণ সংঘ এলাকায় হরি দেবনাথ বৃহস্পতিবার চড়িলাম মেলা থেকে বাইক নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে বালুয়াছড়ী এলাকায় পেছনদিকে আঘাত করার ফলে ব্যালেন্স রাখতে না পেরে রাস্তার পাশে কালভার্টের নিচে পড়ে যান যার। ফলে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে

হাসপাতালে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসা হরি দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার পর মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হলো পরিবারের হাতে। হরি দেবনাথের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশী

সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র *ভে* ২য় পাতায় দেখুন ১০ বছর আগে অধ্যাদেশ

বিলটি পাসের সময়, সরকারী

কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত

সমস্যাগুলি বিবেচনা করার জন্য

একটি কমিটি গঠন করার কথা

জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা

সীতারামন। যে কমিটির প্রধান

সংবাদ সংস্থা : রাহুল গান্ধী আর সাংসদ নন। তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেছে। এই ঘটনার তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। রাগুল গান্ধীর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কংগ্রেস জানিয়েছে, তারা কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই লড়বে। পাশাপাশি কংগ্রেসের অভিযোগ রাহুল গান্ধীক কণ্ঠরোধ করতেই এই

সংবাদ সংস্থা: কোনও আলোচনা

ছাডায় লোকসভায় ''অর্থবিল

২০২৩" পাস করিয়ে নিয়েছে

মোদী সরকার। যে অর্থবিলে ৬৪

শুক্রবার, আদানিকাণ্ডে যৌথ

টি সংশোধনী রয়েছে।

পাল্টা আসরে নেমেছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। পাশআপাশি বিজেপি বলেছে, আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন রাহুল গান্ধী নিজের করব ১০ বছর আগেই নিজেই খুঁড়ে ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার মাত্র এক ঘণ্টা

তিনি। তবে অবার করার মত ঘটনা হল ২০১৩ সালে ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আমলে সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধি আইনের বিধান বাতিল করার জন্য একটি রায়কে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় একটি অধ্যাদেশ এনেছিল তাঁর সরকার।

আগেই সংসদে উপস্থিত ছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল অপরাধী বা দুর্নীতি রাহুল গান্ধী।তিনি সংসদ কমপ্লেক্সে মামলায় দোষী সাব্যস্ত দলীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজনীতিকদের বাঁচানো। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, জনপ্রতিনিধি আদালতে আবেদনের জন্য তিন মাস সময় পাবেন। কিন্তু আইনে বলা হয়েছিল, দুই বছর বা তারও বেশি কারাদত্তে দণ্ডিত সাংসদকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে- যেদিন থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে

রাহুল গান্ধী নিজেই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে একটি প্রেস কনফারেন্সে অধ্যাদেশটি ছিঁড়ে ফেলেছেলেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়ে ছিলেন অধ্যাদেশ সম্পর্কে "এটাই" তাঁর মতামত। ১০ বছরে সেই আইনের ফাঁসেই ফেঁসে গেলেন কংগ্রেস নেতা। সেই সময় অধ্যাদেশ

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: শুক্রবার ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম অধিবেশনে ঘোষণা হয় বিধানসভার মুখ্য সচেতন, বিরোধী দলনেতা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থানের দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বের নাম। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ট্রেজারি বেঞ্চের মুখ্য সচেতক ২৮ তেলিয়ামূডা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা

CMYK

কল্যাণী রায়ের নাম ঘোষণা *ভে* ২য় পাতায় দেখন দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই *ক্তু* ২য় পাতায় দেখন

হবেন কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব। তিনি আরও বলেন, বিদেশ সফরের সময় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে করা অর্থপানগুলি খতিয়ে দেখবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। যাতে, আয়ের উত থেকে ট্যাক্স ফাঁকি হচ্ছে কিনা তা দেখা যায়।

এছাড়া, অন্যান্য সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে - জিএসটি আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং মিউচুয়াল ফান্ডের কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কর

ছাড়ের সুবিধা প্রত্যাহার করা। গত ১ ফেব্রুয়ারি, সংসদে বাজেট অধিবেশনে এই অর্থবিলটি একবার পেশ করেছিলেন সীতারমান। সে সময়ও বিক্ষোভের কারণে কোনো আলোচনা হয়নি। তবে, শুক্রবার, সুযোগ বুঝে সেই অর্থবিল লোকসভায় পাশ করিয়ে নিয়েছে মোদী সরকার। জানা যাচেছ, সংশোধনীত অর্থবিলে ২০ টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এবার, এটি

রাজ্যসভায় পাঠানো হবে।

প্রথম পাতার পর দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি এই পদক্ষেপটিকে বৈধ বলে অভিহিত করেছে। আদালতের রায়ের উপর ভিত্তি করেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানানো হয়েছে লোকসভার

বিজ্ঞপ্তিতে। রাহুল প্রসঙ্গে বিজেপির দাবি বিজেপি দাবি করেছে, রাহুল গান্ধী তাঁর মন্তব্যে সমগ্র অনগ্রসর শ্রেণির মানুষকে অপমান করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে আদালত। আদালতের নেওয়া সেই পদক্ষেপের ভিত্তিতে লোকসভা তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে দিয়েছে। রাহুল গান্ধী ২০১৯-এর এক নির্বাচনী জনসভায় বলেছিলেন, কীভাবে সব চোরদের পদবি হয় মোদী ? এরপর গুজরাতের

মন্ত্রী মানহানির মামলা করেন। রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ান মমতাও এদিন রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই গর্জে ওঠেন বিরোধীরা। এই সাংসদ পদ খরিজের ঘটনাকে ভারতের গণতন্ত্রে কালো দিন বলে অভিহিত করেন বিরোধীরা। বিরোধীরা সবাই সরব হন মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ান মমতা

দেশ<u>জুড়ে আন্দোলনে</u> কংগ্রেস, বিরোধীরাও

বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তিনি বলেন, এটাই নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত। বিরোধী মুখ খুললেই এভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়। সরব হন অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে উদ্ধব ঠাকরে-সহ বিজেপি বিরোধী প্রায় সমস্ত নেতৃত্ব। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে শশী থারুর, অভিষেক মনু সিংভি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস নেতারা আন্দোলনে নামেন।

NG (40

করেছেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে নাম ঘোষণা করেন তিপ্রা মথার ২৬ আশারাম বাডির বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মার নাম। বিরোধী দলের উপনেতা হিসেবে

ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনপুরের তিপরা মথার বিধায়ক দিলীপ কুমার রিয়াং -এর নাম। এবং বিরোধী দলের সচেতক হয়েছেন ১২ টাকারজলার বিধায়ক

বিশ্বজিৎ কলই। এদিকে সিপিআইএম দলের পরিষদীয় নেতা হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন ৪০ সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। এবং সিপিআইএমের উপনেতা ও সচেতন হিসেবে ভূষিত হয়েছেন যথাক্রমে ২২ সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ও খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস।

দলও। কংগ্রেস সিপিএম এবং কার্যকর হলে এত তাড়াতাড়ি তাঁর তিপ্রামথা মিলে বিরোধী দলের ভোট ছিল ২৭। টান টান উত্তেজনা ছিল অধ্যক্ষ নির্বাচনকে ঘিরে। এমন সময়ই বৃহস্পতিবার সকালে অমিত শাহ'র ফোন আসে প্রদ্যত কিশোরের কাছে। রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের দিন তারিখ চূড়ান্ত করে দেন অমিত শাহ। বলেছেন, ২৭ তারিখের মধ্যে নিয়োগ করা হবে মধ্যস্থতাকারী। এরপরই অবস্থান পরিবর্তন করেন প্রদ্যুত কিশোর। শুক্রবার যখন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয় তখনই ওয়াক আউট করে চলে যান তিপ্রামথার ১৩ জন বিধায়ক। ভোট গ্রহণেও অংশ নেননি তিপ্রামথার বিধায়করা। এর ফলে বিজেপির অধ্যক্ষ প্রার্থীর জয় সহজ হয়ে যায়। টেনশন মুক্ত হয়ে যায় বিজেপির রাজ্য নেতারা। হাল ছেড়ে দেন সম্মিলিত বিরোধী দল। মোট ৪৬টি ভোট পড়ে। এর মধ্যে ৩২টি ভোট যায় বিজেপির দখলে। কংগ্রেস এবং সিপিএমের ১৪টি ভোট পায় বিরোধী প্রার্থী গোপাল রায়। প্রদ্যুত কিশোরকে বিশ্বাস করে আরও একবার ভুল করলেন কংগ্রেস সিপিএমের নেতারা। বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে প্রদ্যুত কিশোরের সাথে সমঝোতা করতে গিয়ে বড় ধাকা খায় কংগ্রেস সিপিএম জোট। তিপ্রামথার প্রার্থীর ফলে ভোটে জয় সহজ হয়ে যায় বিজেপির। ভোট কাটাকাটিতে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। এর পরে পুনরায়

ধাকা খেয়েছে।

প্রদ্যুতকে কাছে টানতে গিয়ে বড়

ধরনের ধাকা খেয়েছে বিরোধী

দলের নেতারা। বিশেষ করে

কংগ্রেস এবং সিপিএমের নেতারা

প্রদ্যুত কিশোরের কথায় সম্মিলিত

অধ্যক্ষ পদে প্রার্থী দিয়ে বড় ধরণের

অনুসারে সরকার ত্রিপুরাকে 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায়" রূপান্তরিত করতে অবিরাম কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরা সরকার কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰ, উদ্যোগ, আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের অন্যান্য মুখ্য ক্ষেত্ৰগুলিতে ত্রিপরাকে একটি মডেল রাজ্যে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ত্রয়োদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে বিধানসভার সম্মানিত সদস্য ও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার মানুষদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি, সাম্য, সততা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার উপর। রাজ্যবাসী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেভাবে আন্তরিকতা ও উদ্যমের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তার

প্রশংসা করছি। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে দ্বাদশ বিধানসভায় জনগণের ঐতিহাসিক রায়ের পর ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হয়েছিল অগ্রগতির পথে এক নতুন অভিযাত্রা। রাজ্যপাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দেশনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকারের সুদৃঢ় নেতৃত্বে স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল সিদ্ধান্তে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, সামাজিক আর্থিক ক্ষেত্রে দুংত উন্নতি হচছে।

"কাল" হল

সাংসদ পদ খারিজ হত না। আদালতে আবেদন করার সময়

পেতেন তিনি ২০১৩ সালে জনপ্রতিনিধি আইনের ৮(৪) ধারায় বলা হয়েছে অযোগ্যতা শুধুমাত্র দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে কার্যকর হয়। এই সময়ের মধ্যে সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করতে পারেন সাংসসদরা। কিন্তু লিলি থমাস বনাম ভারত সকরার মামলায় ২০১৩ সালের রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে ট্রঞ্জ ৮(৪) ধারাকেই অসাংসবিধানিক বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তারপরই মনমোহন সিং দোষী সাব্যস্ত সাংসদদের বাঁচাতে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন করেন। সেই অধ্যাদেশই ছিঁড়ে ফেলেছিলেন রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি কালো দিন। আইনি পথে লড়াই হবে বলেও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাড়গে। তিনি আরও বলেন, সত্য কথা বলা, সংবিধানের জন্য লড়াই করা ও জনগণের আইনি অধিকারের জন্য লডাই করার কারণেই তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাল্টা বিজেপি নেতা জেপি নাড্ডা বলেছেন, রাহুল গান্ধী ওবিসি সম্প্রদায়কে চোরের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ ও কেসি ভেনুগোপাল বলেন, রাহুল গান্ধী ইস্যুতে আইনি পথে লড়াই হবে। কংগ্রেস ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁরা বলেছেন আইনের পথে সত্যের জয় হবে বলেও

সেই কারণেই আদালত তাঁকে

দোষী সাব্যস্ত করছে। পাল্টা

খাডগে বলেন, ললিত মোদী বা

নীরব মোদী কেই দলিত বা ওবিসি

সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নয়। রাহুল

গান্ধী গোটা দেশের সত্য মানুষের

সামনে তুলে ধরেছে তাই বাধা

তাঁরা আশাবাদী। সংসদীয় বিষয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী বলেছেন, এটি আইনি সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস বিচার বিভাগকেই প্রশ্ন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বলেন, সিদ্ধান্ত আদালত নিয়েছে। তাই কংগ্রেস কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তা স্পষ্ট নয়। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, রাহুল গান্ধীকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত নিয়ম মেনেই তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে

দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আপ নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, মোদীর নেতৃত্বে দেশ ধ্বংস করার প্রক্রিয়াই হল রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া। অন্যদিকে অখিলেশ যাদব বলেন, মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক সমস্যা থেকে দেশের মানুষের নজর ঘোরাতেই রাহুল গান্ধীর সাংসদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা রাহুল গান্ধী ইস্যুতে একহাত নিয়েছে কংগ্রেসকে।

গরুপাচার কাণ্ডে এবার ইডির তলব সিউড়ি থানার ওসিকে

CMYK

ন্যাদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : গরুপাচার কাণ্ডে এবার সিউডি থানার ওসি মহম্মদ আলিকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী ২৫ মার্চ অর্থাৎ শনিবার তাঁকে দিল্লির ইডির সদর দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ইনকাম ট্যাক্স সহ তাঁর সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি নিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। এর আগে এই মামলায় সিউড়ি থানার ওসিকে সিবিআই তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এবার ইডির স্ক্যানারে সিউড়ি থানার ওসি

ইডি সূত্রে খবর, গরু পাচারকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে মহম্মদের। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে অনুব্রত মণ্ডলের মামলা লড়ার খরচও জুগিয়েছেন সিউড়ি থানার আইসি। সম্ভবত, এ সব নিয়েই তাঁকে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে খবর। সে কারণে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিও আনতে বলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এর আগে গরু পাচার মামলায় আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুপাময় নন্দীকে তলব করেছে ইডি। আগামী ৫ এপ্রিল তাঁকে হাজিরা দিতে হবে দিল্লিতে ইডির দফতরে।

সঙ্গে ব্যাঙ্কের নথি নিয়ে আসতে হবে বলেও খবর।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ সদস্যপদ খারিজ করার প্রতিবাদে রাজ্য কংগ্রেস দলের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন

ভবিষাৎ প্রতিনিধি :কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজো করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ সদস্যপদ খারিজ করার প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছে কংগ্রেস দল। দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাজ্য কংগ্রেস দল প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন। এদিন আন্দোলনে শামিল হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাহুল গান্ধীর দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা দেখে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। সে কারণেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রাহুল গান্ধীকে জব্দ করার জন্য মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে রাহুল গান্ধীর সাংসদ সদস্যপদ খারিজ করা

আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও আজ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রাহুল গান্ধীর সাংসদ সদস্য পদ খারিজ করার প্রতিবাদে সারা রাজ্যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। এদিকে, বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে বিজেপি ওবিসি মোর্চার প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। দেখানো হয় বিক্ষোভ বেড় ধাক্কা রাহুল গান্ধীর। মোদী পদবী বিতর্কে সংসদে খারিজ হয়ে গেল রাহুল গান্ধীর সদস্য পদ। ফলে এখন থেকে তিনি আর লোকসভার সাংসদ নন। ইতিমধ্যে লোকসভা সচিবালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী কেরলের ওয়ানাড থেকে সাংসদ ছিলেন। ইতিমধ্যে লোকসভা সচিবালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

হয়েছে। এর প্রতিবাদে দেশব্যাপী

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: গান্ধীগ্রাম মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুধন সাহার মেয়ে অনামিকা সাহা বিয়ের হবে তারপর মামলাটি প্রত্যাহার পব থেকেই তাব বাবাব বাডিতে স্বামীকে নিয়ে বসবাস শুরু করে।। এরই মধ্যে অনামিকা সাহা তার বাবার কাছে তিন গন্ডা বাড়ি জায়গা দাবি করে।। তার বাবা সুধন সাহা দুই গভা জায়গা দেওয়া হবে বলেই মেয়েকে জানান।। কিন্তু তার মেয়ে রাজি হননি।। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে অনামিকা সাহা তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানাতে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে।।শুক্রবার অনামিকার সাহার বাবা সেই মামলাটি কোর্ট থেকে প্রত্যাহার

করা দাবি জানান মেয়ের কাছে।। কিন্তু মেয়ে আগে জায়গা দিতে কববে বলেই তর্ক বিতর্ক জড়িয়ে পড়েন।। এরই মধ্যে অনামিকা সাহা একটি দা দিয়ে তার বাবার পায়ে আঘাত করে এতেই রক্তাক্ত হন বৃদ্ধ বাবা।। পরে ছেলে এবং ছেলের বউ রক্তাক্ত অবস্থায় সুধন সাহা কে উদ্ধার করে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য।। অনামিকা সাহার বাবা জানান এই বিষয় নিয়ে মেয়ের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হবে।। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।।

Goutam Saha PH: 0381-2385326



GSTIN: 16AUOPS9576M1ZD **8794121209**

M/S SAHA TILES & SANITATIONS

CHITTARANJAN ROAD, AGARTALA

মেঃ সাহা টাইলস্ এন্ড স্যানিটেশনস্

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

হিন্দুস্থান সমাচার/সন্দীপ

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA	TR01M-	Engine No:- Nil &	22.12.2022 at	Sri Priyalal Sen ,
	ACE	1513	Chassis No: - Nil	06:00 am	Fr, A/o FPU

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be

Issued under my seal and signature of this day on .21-3-2023...

(K.Debbarma, TFS) Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala

নাশকতার আগুনে পুড়ল বিজেপি সমর্থকের গাড়ি

সমর্থকের গাডি। ঘটনা বহস্পতিবার রাতে খোয়াই থানাধীন ধলাবিল এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, বৃহস্পতিবার রাতে বামগ্রেস সমর্থিত দুষ্কৃতিকারীরা সত্যেন্দ করের বাড়িতে ঢুকে উনার বালুর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান দেখে সত্যেন্দ্র এবং তার পরিবারের লোকরা ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং আগুন দেখে পরিবারের সকলে মিলে আত্মচিৎকার শুরু করে, চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে এবং সকলে মিলে আগুন আনার চেষ্টা করে।শেষে সকলের সন্মলিত প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনা হয়। উল্লেখ্য গাড়ির মালিক হচ্ছেন মতি নারায়ণ দেব। দীর্ঘ বর্ষর ধরে সত্যেন্দ কর মতিদেবের গাড়ি চালিয়ে পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালন করে যাচ্ছিলেন। জানা গেছে সত্যেন্দ্র কর একজন কট্টর বিজেপি সমর্থক। নির্বাচন এবং ভোট গণনার পর উনার বাড়িতে কোন হামলা হজ্জতি হয়নি। কিন্তু গতকাল রাতের ঘটনায় উনি মানসিক দিক দিয়ে প্রচন্ডভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। ঘটনার পর রাতে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বরা উনার বাড়িতে ছুটে যান এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর শাসক দলীয় স্থানীয় নেতৃত্বরা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উনাকে আশ্বস্ত করেন। যদিও এই বিষয় নিয়ে এখন অব্দি থানায় কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি।

আজকের রাশিফল

১, মেষ রাশিফল

আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের আচরণের কারণে আপনি বিরক্ত থাকতে পারেন। আপনার তাদের সাথে কথা বলা দরকার। যদি আপনি মনে করেন যে আপনার প্রিয়জন আপনাকে বোঝে না, তবে কিছুটা সময় বের করুন এবং তাদের সাথে এটি ব্যয় করুন। খোলামেলা কথা বলুন এবং আপনার হৃদয় পরিষ্কারভাবে কথা বলুন। ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো দিন। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন আকস্মিক সফর ইতিবাচক ফল প্রদান করবে। আপনার পথে যারাই আসবেন তাদের প্রতি বিনীত এবং কমনীয় হোন- কেবলমাত্র কিছু নির্বাচিত ব্যক্তিই আপনার ঐন্দ্রজালিক কমনীয়তার পিছনের রহস্যটি জানবেন। আপনার জীবনের ভালবাসায়, আপনার স্ত্রী আজ আপনাকে একটা চমৎকার সারপ্রাইজ দিতে

প্রতিকার :- সংসারে সুখ বজায় রাখতে হনুমান মন্দিরে বুঁদি এবং লাড্ডু নিবেদন করুন। ২, বৃষভ রাশিফল

আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। পারিবারির দিক সমস্যাযুক্ত হতে পারে। পরিবারের প্রতি আপনার অবহেলা তাদের ক্রধিত করতে পারে। আপনি কি কখনও আদা এবং গোলাপের সঙ্গে চকলেটের গন্ধ পেয়েছেন? আপনার ভালবাসার জীবন আজ এইরকম স্বাদ অনুভব করবে। আপনার আধিপত্য বিস্তারকারী মনোভাব আপনার সহকর্মীদের সমালোচনা বিষয় হতে পারে। আজকে আবহাওয়া এমন থাকবে যে আপনি বিছানা থেকে ছাড়তে রাজি হবেন না। বিছানা ছাড়ার পর আপনি অনুভব করবেন যে আপনি মূল্যবান সময় নম্ট কে ফেলেছেন। আপনি আজ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বোধ করবেন কারণ আপনার স্ত্রীর এইরকম আচরণ আপনাকে

প্রতিকার :- পুরোনো ও ছেড়া বই পত্র সরিয়ে নিলে তা আপনার পরিবারের জন্য ভালো ফল দেবে।

৩, মিথুন রাশিফল

যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। আপনার অত্যধিক শক্তি এবং অসাধারণ উদ্যম আপনার অনুকূলে ফলাফল আনতে পারে এবং গার্হস্ত্য উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে। খুব ছোট কোন সমস্যা নিয়ে আপনার প্রেমিকার সাথে সম্পর্ক আন্তরিকতাহীন হয়ে উঠতে পারে। আপনার অনেক কিছু অর্জন করার ক্ষমতা আছে- তাই সুযোগের সঙ্গে এগিয়ে চলুন জা আপনার দিকে আসছে। কেনাকাটা এবং অন্যান্য কাজকর্ম আপনাকে দিনের বেশি ভাগ সময়েই ব্যস্ত রাখবে। আজ প্রয়োজনের সময় আপনার জীবন সঙ্গীনী আতার পরিবারের সদস্যদের তুলনায় আপনার পরিবারের সদস্যদের কম যত্ন এবং গুরুত্ব দিতে পারেন।

প্রতিকার :- মাছকে খাবার দান করলে প্রেম জীবন সুন্দর ও বর্ণনাময় হবে।

৪, কর্কট রাশিফল

আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আজ যদি আপনি পরিচিত মানুষদের উপর কোন সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন- তাহলে আপনি আপনার নিজের আর্গ্রহকেই ক্ষতি করবেন- ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি সামলানোই অনুকূল ফলাফল পাওয়ার একমাত্র উপায় আপনার প্রণয়ীর রূঢ় শব্দের কারণে আপনার মেজাজ বিচলিত হতে পারে। যদি কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার ধারনা ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এবং আপনার সংকল্প ও উদ্যম প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে আপনি লাভবান হবেন। এই রাশির জাতকেরা আজকে নিজের ভাই -বোন এর সাথে ঘরে কোনো সিনেমা অথবা প্রতিযোগীতা দেখতে পারেন।এমন করে আপনি নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়িয়ে তুলবেন। আপনার নিজের চাপ এবং প্রকৃত কোন কারণ ছাড়া আজ আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করবেন।

প্রতিকার :- ভবন শিব, ভৈরব ও হনুমানজির আরাধনা করলে আপনি সুখী পারিবারিক জীবন লাভ করবেন।

আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। যখন নতুন লগ্নির ব্যাপার আসে তখন স্বাধীন হোন এবং আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিন। আপনার প্রেমিকার খামখেয়ালী ব্যবহার আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। ভাষণ এবং বৈঠক, যাতে আপনি আজ উপস্থিত থাকবেন, তা বৃদ্ধির জন্য নতুন ধারণা আনবে। আজকে আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটাতে পারবেন আর উনার সামনে নিজের অনুভূতি রাখতে সক্ষম হবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য আজ অসুবিধা বোধ করতে পারেন।

প্রতিকার :- ভবন ভৈরব কে প্রসাদ দিলে তা আপনার প্রেম জীবনের জন্য লাভদায়ক হবে।

অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উত সৃষ্টি হবে। বাচ্চারা আপনার মনোযোগ বেশী করে চাইবে- আপনার প্রতি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাবে। আপনার হাসি আপনার প্রিয়জনের নিরানন্দের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। আজকের দিনে আপনার অর্জিত অতিরিক্ত জ্ঞান সমকক্ষদের সাথে বোঝাপড়া করার সময় আপনাকে এক তীব্রতা প্রদান করবে। যতক্ষণ অতিক্রম করার ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ কোন কিছই অসম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আজ আপনার জন্য সতিটে বিশেষ কিছ করবে।

প্রতিকার :- সুখী পারিবারিক জীবন লাভ করার জন্য কোনো অনগ্রসর আর্থ -সামাজিক ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা কন্যাকে সাহায্য করুন।

৭, তুলা রাশিফল

স্বাস্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি। প্রেম জীবন ভাল দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে কারণ আপনি একটি ভাল সম্পর্কের বিকাশ ঘটাচ্ছেন কোন ব্যবসায়িক/আইনি কাগজপত্র ভালো করে না পড়ে সই করবেন না। সেই জিনিস গুলোর পুনরাবৃত্তি করা যার এখন আপনার জীবনে কোনো মূল্যই নেই,সেটা আপনার জন্য ঠিক হবে না। এইরকম করলে আপনি আপনার সময়ই নষ্ট করবেন আর কিছু না। আজ, আপনি আপনার স্ত্রীর প্রেমে মধ্য দিয়ে আপনার জীবনের সব কষ্ট ভুলে যাবেন।

প্রতিকার: - নীম বা কোনো মেডিসিনাল সাবান ব্যবহার করলে আপনি কর্ম জীবনে ও ব্যবসায়ে উন্নতি

৮, বৃশ্চিক রাশিফল

প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বৃদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। ডাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। আজ আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের কাছে আপনার নিজের অনুভূতিগুলি ব্যক্ত করতে অসমর্থ হবেন। সস্তোষজনক ফলাফল পেতে সুন্দরভাবে সবকিছু পরিকল্পনা করুন- অফিসের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে গেলে আপনার মনে উত্তেজনার মেঘ নিয়ে আসবে। নিজের চেহারা এবং ব্যাক্তিত্ব ঠিক করার চেষ্টা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। আজ, আপনার স্ত্রীর শরীরের কারণে আপনি চাপে থাকতে পারেন।

প্রতিকার :- প্রেম জীবন মধুর করতে আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাবার আগে চিনি

৯, ধনু রাশিফল

আজ আপনি আপনার স্বাস্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। এই পদ্ধতিতে এটি আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করতে পারে। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপদেশ চাইতে পারে। ভালোবাসার মানুষকে আজ ক্ষমা করতে ভুলবেন না। সাফল্য এবং স্বীকৃতি আপনার হবে যদি আপনি আপনার কাজেই কেন্দ্রীভূত থাকেন। এই রাশিচক্রের শিশুরা আজ খেলাধুলায় দিন কাটাতে পারে, আঘাতের সম্ভাবনা থাকায় পিতামাতাদের তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আজ যদি আপনি এবং আপনার স্ত্রী ভাল খাবার এবং পানীয় নিয়ে থাকেন, শরীর কষ্ট পেতে পারে।

প্রতিকার :- প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য তাদের লোহার পাত্রে জল পান করা উচিত। ১০, মকর রাশিফল

আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। আপনার একগুঁয়ে আচরণ আপনার বাডির লোকেদের এবং এমনকি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও আঘাত করতে পারে। যারা তাদের ভালোবাসার মানুষটির সাথে একটি ছোট ছুটি কাটাচ্ছেন তারা একটি স্মরণীয় সময় পাবেন। আপনার আজ কর্মক্ষেত্রে একজন অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। যাদের সাথে আপনার খারাপ সময় কাটে তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র একটু প্রচেষ্টার সঙ্গে, দিনটি আপনার বিবাহিত জীবনের সেরা দিন হতে পারে।

প্রতিকার :- ভালো স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক জীবনের জন্য সোনার হার পরুন যেটি আপনার পেট স্পর্শ করবে।

আপনার মগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। আপনার সঙ্গে থাকা মানুষরা আপনার উপর বিশেষ খুশি হবেন না- সে আপনি তাঁদের সম্ভুষ্ট করার জন্য যাই করুন না কেন। আপনার প্রণয়ীর রূঢ় শব্দের কারণে আপনার মেজাজ বিচলিত হতে পারে। ভালোবাসার জীবন আজ সত্যিই সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হবে। আপনার ব্যাক্তিত্ব এমন যে আপনি বেশি লোকের সাথে বিরক্ত বোধ করেন আর তারপর নিজের জন্য সময় বার করার চেষ্টা করতে লাগেন।এই অর্থে আজ আপনার জন্যে একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে।আজ আপনি নিজের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন। আপনার স্ত্রী আজ আপনার কিছু ক্ষতির কারণ হবেন।

প্রতিকার: - আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে লাল ফুল উপহার দিলে প্রেম জীবন শক্তিশালী হবে।

১২, মীন রাশিফল

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। যখন নতুন লগ্নির ব্যাপার আসে তখন স্বাধীন হোন এবং আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিন। আজ আপনি একটি হৃদয়কে ভঙ্গ হওয়া থেকে বাঁচাবেন। আপনার নতুন পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ সম্পর্কে সঙ্গীরা উতাহী হবেন। মনের কাছের মানুষের সাথে আপনার সময় কাটাতে ইচ্ছা করবে কিন্তু আপনি সেটা করতে সক্ষম হবেন না। দিনটি সত্যিই রোমান্টিক। চমৎকার খাদ্য, সুবাস, সুখের সঙ্গে আপনি আপনার অর্ধাঙ্গিনির সঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক সময়

প্রতিকার :- পূজা ঘরে ইষ্টদেবতার সোনার মূর্তি স্থাপন করুন এবং প্রতিদিন তাঁর পূজা করুন স্বাস্থ্য ভালো

থাকবে।

ICA-D-2247/2023





মমতার ওডিয়া কথা নিয়ে নেটনাগরিকদের তোপ অব্যাহত



কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : পুরীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর ওডিয়া ভাষাকে তোপ দেগেছেন নেটনাগরিকরা। কয়েকশো ব্যঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে ফেসবুকের দেওয়ালে। মলয় চ্যাটার্জি নামে এক নেটনাগরিক ওই সাক্ষাৎকারের ভিডিও যুক্ত করে লিখেছেন, " যাক গাউন্তি…। দিনের শেষে একটা কথা বলে যাউন্তি। এমন ওড়িয়া শুনন্তি তো আমার মাথা ঘোরান্তি।" ১৪ ঘন্টায় এই ভিডিওতে মন্তব্য ও শেয়ার করেছেন যথাক্রমে ১৪৭ ও ৪১ জন। দেখেছেন ছ'হাজারের ওপর। এরকম একাধিক পোস্টে অনেক প্রতিক্রিয়া এসেছে। শর্মিষ্ঠা সরকার লিখেছেন, "উঃফ যন্তর বটে একখানা।" অপর্ণা বিশ্বাস লিখেছেন, ''আমরাই এনাকে ভাইরাল করি উনি যেটা চান ! আমারে দেব না ভুলিতে-----"। অভিজিৎ সেনগুপ্ত লিখেছেন, ''আর হাসতে পারিনা। অনসূয়া বসু লিখেছেন, "এটার নাম ভণ্ডামি। ভাষার অপমান।" স্বান্ত্বনা সরকার দাস লিখেছেন, "চুপিচুপি একটা

খারাপ।কী বলে নিজেই শোনেনা। কান খারাপ বলি কি করে। ভাষা বা শব্দ না শুনলে সেটা রিপিট হবে না। কিন্তু যারা সাথে পাছে থাকে 'ভু লভাল শিক্ষানিকেতনের' ছাত্রছাত্রী। তবে মন্দ লাগে না শুনতে। অজ্ঞান অর্জন হয়।" অমিত বসু লিখেছেন, ''উড়িষ্যার মানুষজন সাধারনভাবে এসব খুব ভালো চোখে দেখেন না। যে কোনো ট্যুর গাইড বা ট্যুর অপারেটরের সাথে কথা বললেই দেখবেন ওঁরা পুরী বা অন্য কোথাও গিয়ে স্পষ্ট বাংলায় কথা বলার পরামর্শ দেন। উড়িষ্যার মানুষ বাংলা বোঝেন, অসুবিধে হয় না। তাই বলে সঠিকভাবে ভাষাটা না জেনে বলার চেষ্টা করতে লাগল ওঁরা মনে করেন ওঁদের ভ্যাঙ্গানো হচ্ছে বা মস্করা করা হচ্ছে।" ফয়জল নাসের লিখেছেন, ''আসল ক্রেডিট পাশে দাঁড়ানো অফিসারদের। এর পরেও গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই।" ধীমান কৃষ্ণ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''ভিডিওটা প্লে করার পর ফোনটা অফ হয়ে গেল। এর দাম কে দিবস্তি ?" অরুণাভ ব্যানার্জী লিখেছেন, "অসম্ভব চালাক মহিলা। ইচ্ছে করে করে। সোমা

মুখার্জি লিখেছেন, ''ইয়েকে ইয়ের মত থাকতে দাও, ইয়ে তো ইয়ের মত গুছিয়ে নিয়েছে ডিএ না পাও যদি তা না পাওয়াই থাক। শ্রী পেলেই ঝক্কাস জীবন!" অঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন, "যাচ্ছে তাই! সব কিছুর পিছনে অন্তি জুড়ে দিলেই উড়িয়া ভাষা শেখা হয়ে গেল, এই গুলো মজা নয় একটা ভাষা কে অশ্রদ্ধা বলেই মনে হলো।" শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "একটা কথা অস্বীকার করা যায় না, তিনি এই ভাঁড়ামো করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিজেকে রাখতে চান। মুষ্টিমেয় মানুষ হাসেন আর অধিকাংশ তালি দেয়। আসলে যেখানে ভিক্ষা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা, সেখানে তালি কথা বলে। বাকিদের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।" সত্য সরকার লিখেছেন, "গোপাল ভাঁড়ের মহিলা সংস্করণ। ইয়ার্কি মারে নাকি!" মুকুলেন্দু বিকাশ মণ্ডল লিখেছেন, "আমি বাংলা জানুন্তি, আমি ইংরাজী জানুন্তি, আমি অসমীয়া জানুন্তি, আমি গুজরাটি জানুন্তি, আমি পাঞ্জাবি জানুন্তি, আমি কেরেলা জানুন্তি, আমি গোয়া জানুন্তি, আমি অন্ধ্র জানুন্তি, আমি উড়িয়া জানুন্তি!"

রাহুল গান্ধী ইস্যুতে বিরোধীদের নিয়ে বৈঠকে কংগ্রেস, প্রতিবাদও

পদাব নিয়ে আপাত্তকর মন্তব্যের অভিযোগে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে ২ বছরের জেলের সাজা ঘোষণা করেছে গুজরাতের সুরাটের জেলা আদালত। জেলের সাজা দিলেও এক মাসের জামিন মঞ্জব হয়েছে বাহুলেব। যাব জেবে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারবেন ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ। তবে এই রায় নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে কংগ্রেস।

অনেক বিরোধী নেতা

বৈঠকও ডেকেছেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়্গে। শুক্রবারের সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছে সমস্ত বিরোধী দলকে। খাজেগ আরও জানিয়েছেন, রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলরা দিল্লির বিজয় চকে শুক্রবার

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে মোদী পদবি নিয়ে তীব্ৰ আক্ৰমণ করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই নিয়েই হয় মানহানির মামলা। সেই মামলাতেই রাহুলকে ২ বছরের

সাংসদ জয়রাম রমেশ এই রায়কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারে চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন। খাঞ্গের বৈঠকের খবর তিনি জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমে। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার সেই বৈঠকে বিরোধীদলের ৫০ জন সাংসদ উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি জয়রামের। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করার

সুরাটের জেলা আদালত। কংগ্রেস

সপ্তাহাত্তে শিয়ালদা শাখায় জোড়া শিয়ালদা-রানাঘাট

যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা। সপ্তাহান্তে শিয়ালদা শাখায় বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রক্ষাণাবেক্ষণের কাজ চলবে ইছাপুর ও নৈহাটি স্টেশনের মাঝের একটি ব্রিজে। এর আগে ১৪ মার্চ পর্যন্ত বহু লোকাল ট্রেন বাতিল ছিল শিয়ালদায়। শিয়ালদা মেন শাখায় বাতিল ছিল ২৬ জোড়া

নৈহাটি-হালিশহর এর মধ্যে নন-ইন্টারলকিং এর কাজ চলায় দুর্ভোগ বাড়ে নিত্যযাত্রীদের। এবার ফের দুর্ভোগের আশঙ্কায় শিয়ালদা-নৈহাটি লোকাল, ৩ জানিয়েছেন।

অফিসযাত্রীদের ভিড অনেকটাই কম থাকে। তবে নানা প্রয়োজনে অনেকেই ট্রেন ধরতে হয়। সে কারণে ট্রেন বাতিলের খবরে চিস্তা বাড়ছে আমজনতার। ২৫ তারিখ শনিবার রাত ১০ থেকে ২৬ তারিখ রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ চলবে। সে কারণেই শিয়ালদা-নৈহাটি, শিয়ালদহ-রানাঘাট ও শিয়ালদা -শাস্তিপুর রুটে তিন জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে শনিবার। বাতিলের

লোকাল, শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল, ২ জোড়া শিয়ালদা-ব্যারাকপুর লোকাল।

বাতিল একজোড়া করে শিয়ালদা-শান্তিপুর, শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদা-গেদে এবং দমদম জং-ব্যারাকপুর লোকাল। একইসঙ্গে রবিবার তিনজোড়া লোকাল ঘুরপথে চলবে ব্যারাকপুর থেকে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক তালিকায় থাকছে ৫ জোড়া মিত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা

(বঠক মমতার

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি .স.) : গত শুক্রবারই সপা প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে তিনি একান্ত বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি। শুক্রবার কর্নাটকের। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন। লোকসভা নির্বাচনের আগেই কি অ-বিজেপি ও অ-কংগ্রেসি বিরোধী দলগুলিকে

নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করে ফেলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ? বিগত এক সপ্তাহের মধ্যেই তিন বিরোধী নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহের শুক্রবারই সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করবেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জনতা দল (সেকুলার)-র নেতা এইচডি কুমারস্বামী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেই বিশেষভাবে কলকাতায় আসছেন কুমারস্বামী। আজ বিকেল ৪টেয় মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা। সূত্রের খবর, কর্নাটকের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট প্রচারের জন্য তৃণমূল সুপ্রিমোকে আহ্বান জানাতে পারেন কুমারস্বামী।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প

গোয়ালিয়র (মধ্যপ্রদেশ), ২৪ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.০। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি সকাল ১০:৩১ মিনিটে গোয়ালিয়রে আঘাত হানে। এর আগে, এনসিএস আরও জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে একটি ভূমিকম্প মণিপুরের মইরাংকে আঘাত করেছে। সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে মইরাং-এ ভূমিকম্প হয়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের আগে দিল্লি এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলি সহ উত্তর ভারতের লোকেরা সন্ধ্যায় ভূমিকস্পের কম্পন অনুভব করেছিল এবং অনেক লোক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে খোলা জায়গায় এসেছিল। কম্পনের পরে, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জামিয়া নগর, কালকাজি এলাকা এবং শাহদারা এলাকার ভবনগুলিতে ফাটল দেখা দেওয়ার বিষয়ে খবর পেয়েছিল। ফায়ার সার্ভিসের টিম পরিস্থিতি খতিয়ে

প্রয়াত পরিচালক প্রদীপ সরকার

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি. স.) : প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় পরিচালক প্রদীপ সরকার। শুক্রবার ভোরে মুম্বইয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। আচমকা তাঁর মৃত্যতে শোকস্তব্ধ বলিউড। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, পরিচালক প্রদীপ সরকারের ডায়ালিসিস চলছিল। হঠাৎ করেই পটাশিয়ামের মাত্রা কমে যায় পরিচালকের। ভোর ৩ টে নাগাদ হাসপাতালে ভরতি করা হলে শেষরক্ষা হয়নি।শুক্রবার বিকেল ৪ টে নাগাদ সান্টাক্রুজে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বলিউড পরিচালক পরিচালক হন্সল মেহতা তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রদীপ সরকারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। টুইটারে প্রদীপ সরকারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পরিচালক হনসল মেহতা, মনোজ বাজপেয়ীর মতো অভিনেতারা। পরিণীতা, লাগা চুনরি মে দাগ, মর্দানি— এইসব জনপ্রিয় সুপারহিট ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছিলেন তিনি। কাজল ও ঋদ্ধি সেন অভিনীত হেলিকপ্টার এলাই তাঁর শেষ পরিচালিত ছবি। কঙ্গনাকে নিয়ে নটী বিনোদিনীর বায়োপিক তৈরি করার কথা ছিল তাঁর। তবে সে স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল পরিচালকের। প্রদীপ সরকারের প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবে শোকের ছায়া বলিউডে।

অ্যাকশন দৃশ্যে শুটিং করার সময় আহত অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি. স.) : 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'-তে অ্যাকশন দুশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে ব্যাপক চোট পেলেন সুপারস্টার অক্ষয় কুমার। এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডে শুটিং করছেন অক্ষয় কুমার সেখানেই ব্যপক আহত হলেন অক্ষয় কুমার। অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট লাগে তাঁর। বরাবরই স্টান্ট ম্যান হিসেবে পরিচিত অক্ষয়। ফিল্মে সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যে নিজের স্টান্ট নিজেই করতে পছন্দ করেন অক্ষয়, সেক্ষেত্রে 'বডি ডাবল' বা অবিকল একই দেখতে বা কোনও পেশাদার স্টান্টম্যানের সাহায্য নেন না তিনি। তবে শুটিংয়ে চোট পেলেও, কোন বড় চোটের সম্মুখীন হতে হয়নি অক্ষয়কে। সূত্রের খবর, টাইগারের সঙ্গে বিশেষ অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করার সময়ই দুর্ঘটনা টি ঘটে। এখন হাঁটুতে ব্রেস পরে থাকতে হচ্ছে নায়ককে। ছবির কিছু অ্যাকশন দুশ্যের শুটিং আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে। আলি আব্বাস জাফর পরিচালিত 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ 'য় টাইগার আর অক্ষয় ছাডাও রয়েছেন সোনাক্ষী সিনা এবং পৃথীরাজ সুকুমারন। প্রথম দফার শুটিং হয়েছে মুম্বইতে। তার পরই স্কটল্যান্ডে

বুঝতে পারিনি, নম্বর বৃদ্ধির মামলায় হাই কোর্টে ক্ষমাপ্রার্থনা এসএসসির চেয়ারম্যানের

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : 'ভুল'-এর জন্য হাই কোর্টে ক্ষমা চাইলেন স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। নম্বর বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ অমান্য করার জন্য গত ১৭ মার্চ হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা এসএসসির চেয়ারম্যানকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আদালতের নির্দেশমতো শুক্রবার হাজিরা দিয়ে এসএসসি-র চেয়ারম্যান জানান, আদালতের নির্দেশ বুঝতে তাঁদের 'ভূল' হয়েছিল। মামলাটি পুরনো বলে গোটা পদ্ধতিতে কোনও ভুল রয়েছে কি না, তা এসএসসিকে খতিয়ে দেখতে বলে আদালত। প্রথমে এসএসসির কেঁ সুলিরা জবাব দিলেও বিচারপতির সামনে নিজের বক্তব্য রাখেন এসএসসির চেয়ারম্যানও। পদ্ধতিগত ত্রুটি দূর করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার কাজ কত দূর এগোল, তা আগামী শুক্রবার জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত। সূত্রের খবর, নির্দেশ না থাকলেও ওই দিন আদালতে সশরীরে। হাজির হয়ে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তুলে দিতে পারেন এসএসসির

বীরভূমের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে কালীঘাটে বৈঠক তৃণমূল সুপ্রিমোর

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : বীরভূম জেলা নিয়ে বৈঠকে বসবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বীরভূমের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে কালীঘাটে বৈঠক করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অনুব্রত ঘনিষ্ঠ এবং অনুব্রত বিরোধীদের মধ্যে সমন্বয় করে জেলা তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করেছিলেন মমতা। কালীঘাটে দলীয় বৈঠকেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিনটি করে জেলার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। প্রথমেই তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা বৈঠক করেন। জগন্নাথধাম থেকে ঘুরে এসে তিনি বীরভূম নিয়ে বৈঠকে বসছেন। গত বছরের ১১ অগস্ট বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এরপর তাঁকে শোন অ্যারেস্ট দেখায় ইডি। চলতি মাসের ৭ তারিখ তাঁকে দিল্লি নিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার ওড়িশা সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে বৈঠকের পর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন মমতা। রাতেই ফিরে আসেন কলকাতায়। তারপরই বীরভূমের জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

ইতালিতে উদ্ধার ২৩ বাংলাদেশি

রোমানিয়া, ২৪ মার্চ (হি.স.): অবৈধভাবে ইতালিরতে অনুপ্রবেশের সময় রোমানিয়া সীমান্ত থেকে ২৩ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম স্টাইরিপিসার্স এ তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, পশ্চিম টার্নু বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টে ট্রাকটি আসলে সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির চালক জানিয়েছে, সে রোমানিয়া-ইতালি রুটে তোশক নিয়ে যাচ্ছিল। আরাদ সীমান্ত পুলিশ বলেছে, তল্লাশি চালানোর সময়, আমাদের সহকর্মীরা নিশ্চিত করেছেন যে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের বয়স ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। ব্যক্তিগত নথির ভিত্তিতে জানা গেছে, তারা আইনানুগ উপায়ে রোমানিয়াতে প্রবেশ করেছিলেন। সীমান্ত পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে অভিবাসী চোরাচালান ও ট্রাকে লুকিয়ে থাকা বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সুজনের স্ত্রীর নিয়োগে বৈধতার তদন্ত নিয়ে মমতার পরামর্শ চাইবে ব্রাত্য

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর নিয়োগ বৈধতার ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অভিযোগ,সুপারিশেই চাকরি হয়েছিল বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রীর। বৃহস্পতিবার একটি চিঠি টুইট করে এমনটাই দাবি করে তৃণমূল। সেই চিঠি নিয়েই প্রশ্ন তোলে বামেরা। মুখ খোলেন সুজন চক্রবর্তীও। কটাক্ষ করেন শাসকদলকে। শুক্রবার সাংবাদিক

বৈঠকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কণাল ঘোষের পর পূর্বতন বাম সরকারকে একহাত নিলেন শিক্ষামন্ত্রী। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তাদের দিকে আঙুল তুলে জানান, সুজনের স্ত্রী কোন কলেজে চাকরি করেন, কাল পর্যন্ত কেউ জানত না। প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালের ১ আগস্ট থেকে দীনবন্ধু অ্যান্ড্ৰুজ কলেজে ইনস্ট্রুমেন্ট কিপার পদে চাকরিতে যোগ দৈন সুজনবাবুর স্ত্রী মিলি ভট্টাচার্য। সেই মর্মে কলেজের অধ্যক্ষকে লেখা তাঁর চিঠিটি নথি হিসেবে তুলে ধরেছে তৃণমূল, টুইট করে। অভিযোগ,

কোনও নামও ছিল না। স্ৰেফ সুপারিশের ভিত্তিতেই ওই চাকরি হয়েছিল তাঁর। মোটা অঙ্কের বেতনও পেতেন। বর্তমানে পেনশন পান। এই বিষয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, "কোনও সমস্যা তো দেখতে পাচ্ছি না। এটা আমার স্ত্রীর জয়েনিং লেটার। টুইটে পেনশনের উল্লেখ আছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পেনশন তো পাওয়ারই কথা। তৃণমূল যদি সমস্যাটা তুলে ধরে তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় যে কোথায় অসংগতি

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করলেন স্পিকার ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.) কংগ্রেস দলের এবার একটি বড় ধাকা। রাহুল গান্ধী ২০১৯ ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সাংসদ থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। সুরাটের একটি আদালত তাঁকে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার ঠিক একদিন পরে এই অযোগ্যতা ঘোষণা করা হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচেছদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা হল। প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের কোলারে একটি প্রাক-নির্বাচনী সমাবেশে গান্ধী 'মোদী' উপাধি সম্পর্কে কথিত মন্তব্যের কারণে মামলা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার নরেন্দ্র মোদী সরকারে বিরুদ্ধে



ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অভিযোগ তুলে অন্য বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে আন্দোলনের পথে নেমেছে কংগ্রেস। শুক্রবার দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খঙ্গে ১২টি বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

করেন। বাম, জেডি(ইউ), ডিএমকের পাশাপাশি বৈঠকে ছিল অরবিন্দ কেজরীওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-ও। এর পরে সংসদ ভবন থেকে মিছিল করে

অভিনয়ে সুযোগ দেওয়ার নামে অয়ন শ্বেতাকে মুম্বই নিয়ে গিয়েছিলেন

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : অভিনয়ে সুযোগ দেওয়ার নাম অভিনয় করার জন্য শ্বেতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন অয়ন শীল। ছাডাও আরও কয়েকজন এবিএস সেখানে একটি শর্টফিল্ম তৈরি করা অভিনেতা - অভিনেত্রী হয়, যাতে শ্বেতা আভনয় করেন বলেই খবর এসেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে। ইডি জেনেছে, টলিউড ছাড়াও মুম্বইয়ে শ্বেতাকে অভিনয়ের সুযোগ করিয়ে দেওয়ার টোপ দেন অয়ন শীল। সেই মতো মুম্বইয়ে একটি শর্ট ফিল্ম তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। সুত্রের

খবর অনুযায়ী, ওই শর্ট ফিল্মের কলাকশলাও গিয়োছলেন মম্বই। সেখানে শুটিংয়ের কাজ শেষ হয়েছিল। কিন্তু সেই শর্ট ফিল্মটি আর প্রকাশ পায়নি বা রিলিজ হয়নি বলেই ইডির কাছে খবর এসেছে। ইডির মতে, নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল টাকা অয়ন ওই ছবিটিতে লগ্নি করেন। এ ছাডাও বাংলা ছবি

করেছিলেন, সেই প্রমাণ মিলেছে। ও মাধ্যেমেই সিনেমা করার নামে টাকা সরান বলে আভযোগ প্রসঙ্গত, বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অয়ন শীল গ্রেফতারের পরই নৈহাটির বাসিন্দা শ্বেতা চক্রবর্তীর নাম সামনে আসে। তিনি কামারহাটি পুরসভার সাব অ্যাস্টিন্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত।



বইমেলা



৪১ তম আগরতলা বইমেলা- ২০২৩ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ, আগরতলা ২৪ মার্চ - ৫ এপ্রিল, ২০২৩ বইমেলার ভাবনা :- বসুধৈব কুটুম্বকম্ ২৫ মার্চ, ২০২৩ সময় - বিকাল ৫.৩০ মিনিট

ভবনেশুরী মঞ্চ

রাজ্যের শিপ্পীদের দ্বা	রা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
উদীয়মান শিশ্পী:-	সৃজিতা দেব
সমবেত আবৃত্তি :-	দক্ষিনী
রবীন্দ্র সঙ্গীত :-	পৃথা দত্ত ভৌমিক
নজৰুল সঙ্গীত :-	রাহুল দাস চৌধুরী
জনজাতি অনুষ্ঠান :	·
দলগত নৃত্য :-	খাকৌতুই বদল
সমবেত সঙ্গীত :-	গীতিমাল্য
	0 0

উত্তর পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুনাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম, হরিয়াণা, মহারাষ্ট্র ও অন্ত্রপ্রদেশ থেকে আগত শিল্পীদের দ্বারা লোকনৃত্য অনুষ্ঠান

(বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী দীপজ্যোতি গগই (মেঘালয়) শ্রীজয়ী ডান্স একাডেমী, শিবজয় ডান্স একাডেমী সমবেত নৃত্য :-একক সঙ্গীত :-সুশোভন ভট্টাচার্য্য, অনান্জ্ঞলি চৌধুরী यञ्जानुमदम :-

ত্রিপুরা সরকার

কি-বোর্ড - পার্শিক ঘোষ, **তবলা** - তমাল দাস, **অক্টোপ্যাড** - অজয় বিশ্বাস ব্যাস গিটার - বিনয় দেবর্বমা, স্পেনিশ গ্রিটার - সৌমেন ঘোষ সঞ্চালনায় :- শর্মিষ্ঠা রায়

(প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরাসরি lca.tripura 👫 facebook সকলের সাদর আমন্ত্রণ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

ICA-D-2243/2023

live এবং আত্তা এ দেখা যাবে)

वक नजदा ठिकितंत

CMYK

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেল্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),

শূন্যপদ ঃ ৫৩৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, জুন/ জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ল অফিসার, স্টেনো (এইমস),**

শ্ন্যপদ ঃ ৩৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়সঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে).

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (নীপকো),** শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক)

শৃন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যৌগ্যতাঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (রিমস)**

শৃন্যপদ ঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, জিএনএম পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, কো-অর্ডিনেটর (ত্রিপুরা)**, শন্যপদ ঃ ৫টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, ডিগ্রি, এলএলবি, পিজি পাশ, বয়সঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউ/ লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ প্যারামেডিকেল ও নার্সিং স্টাফ (বহিঃরাজ্য), শ্ন্যপদঃ ৪৭৯২টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইউডিসি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**, শূন্যপদ ঃ ১৬৩টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ. ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0--0

পদের নাম ঃ হোম গার্ড (বহিঃরাজ্য), শূন্যপদ ঃ ৩৯১টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **ড্রাইভার (ডাক বিভাগ),**

শৃন্যপদ ঃ ৫৮টি, শিক্ষাগত যোগাতা ঃ মাধ্যমিক পাশ. বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ডেন্টাল সার্জন, আয়ুর্বেদিক, ফার্মাসিস্ট** (বহিঃরাজ্য), শন্যপদ ঃ ১৪৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিডিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স),** শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ২০ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ প্রতিটি শহরেই, তবে তা কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ব্যাঙ্ক),** শৃন্যপদ ঃ ৫০০০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয়** মন্ত্ৰক),

শৃন্যপদঃ ৫৯৮টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এম.ই, এম.টেক পাশ, বয়সঃ অনুধর্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, প্রজেক্ট অফিসার (শিপ-ইয়ার্ড),**

শূন্যপদ ঃ ৪৩টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল , ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0--0--0

উচ্চমাধ্যমিক তরুন-তরুনীদের থেকে এয়ারফোর্সে অগ্নিবীর বায়ু নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে অগ্নিপথ স্কীমে অগ্নিবীর বায়ু পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য)। নিয়োগের সময় তা বাড়তেও পারে, আবার কমতেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, র্যালী ও পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে এবং আবেদনকারীকে কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ভারতীয় বিমান বাহিনীতে সহস্রাধিক (সম্ভাব্য) তরুন-তরুনী অগ্নিবীর বায়ু নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা না থাকলেও সামগ্রিক হিসেবে ১০০০ জন তরুন-তরুণী নিয়োগ করা হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থিবাছাই করবেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। অগ্নিপথ স্কিমের অধীনে অগ্নিবীর বায়ু ০২/২০২৩ রিক্রুটমেন্ট র্যালীর মাধ্যমে। ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলে-মেয়েরা আবেদন করতে পারেন এবং অগ্রাধিকারও পাবেন। প্রার্থীদের বয়স হতে হবে চলতি সময়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের হিসেবে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২৬-১২-২০০২ থেকে ২৬-০৬-২০০৬-এর মধ্যে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৫২ সেমি.। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪ সেমি ছাড় রয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৪৮ সেমি। ক্রীড়াবিদ্ হলে আরও ২ সেমি ছাড় পেয়ে যাবেন। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩১ মার্চের মধ্যে । অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা. ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাডাও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (প্রযোজ্য) পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা (পিই এন্ড এমটি), ইন্টারভিউ ও ডাক্তরি পরীক্ষার মাধামে। সিবিটি বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিন ২০ মে স্থির হয়েছে। প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত অর্থাৎ কার, কবে, কোথায় পরীক্ষা বা র্য়ালী, সেটা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। কাগজপত্র পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬.৩০ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, পুশ-আপ, সিট-আপ, স্কোয়াট ইত্যাদিও রয়েছে। এর আগে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় এয়ারম্যান সায়েন্স গ্রুপের জন্য ৭০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ১ ঘন্টা। এয়ারম্যান সায়েন্স নয় এমন গ্রুপের জন্য ৫০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ৪৫ মিনিট। এয়ারম্যান সায়েন্স এন্ড আদার দেন সায়েন্স গ্রুপের জন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ৮৫ মিনিট। প্রতি ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন। ভূল উত্তরের জন্য অবশ্যই ০.২৫ শতাংশ হিসেবে নম্বর কাটা যাবে, অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কিংও রয়েছে। সবশেষে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। পরীক্ষার সিলেবাস সহ এবিষয়ে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে চাকরির লক্ষ্যে ৫০০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কডাকডি নেই, বয়সঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে সি.বি অফ আই-এ এখন এপ্রেন্টিস হিসেবে ৫০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোটকথা, ব্যাঙ্কে চাকরির জন্যও এখন থেকে এপ্রেন্টিস হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৩-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ভিত্তিক,ক্যাটেগরি অনুযায়ী বিস্তারিত দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী ফিনান্সিয়াল ইয়ার ২০২৩-২৪ অনুসারে। ক্যাটেগরী

অন্যায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রক্ম — মোট শন্যপদ ৫০০০-এর মধ্যে এসসি ৭৬৩টি, এসটি ৪১৬টি, ওবিসি ১১৬২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাডা, ২১৫৯টি পদ রয়েছে জেনারেল প্রার্থীর জন্য। সামগ্রিক হিসেবে ২০০টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাডাও, রাজ্য এবং রিজিওন অনুযায়ী পদের বিভাজন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রশিক্ষণ কাল সকল ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধ তিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধ তিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল ই-পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি রিজিওন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক অঞ্চলের জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক রাজ্যের জন্যও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন তবে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেগুলো বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশারলী অনুসারে রাপ্তসমূতের অবস্থান অনুযায়ী প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। যেমন রুরাল বা সেমি আরবান ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা ২২৫ টাকা। আরবান ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা ৩০০ টাকা। মেট্রো ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা ৩৫০ টাকা। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন করার কৌশল পেয়ে যাবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে অথবা এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকে ৫৯৮ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে সায়েন্টিস্ট, অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৫৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, এম.ই, এম.টেক পাশ, বয়সঃ অনূধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মূল কথা হলো — অনলাইনে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো সহজ হলেও, অপেক্ষা করতে নেই। শেষ তারিখের যত আগে সম্ভব, আবেদন করে নিতে হয়। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত পাঠাতে গিয়ে আগে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আবেদন করুন। বিই, বিটেক, এমই, এমটেক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার সমূহে সায়েন্টিস্ট, অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন এন.আই.সি-র রিক্রুটমেন্ট সেল। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - নিইলিট/ এনআইসি/ ২০২৩/ ০১। তারিখ ২ মার্চ, ২০২৩।

উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা ০৪-০৪-২০২৩ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ আইনত আলাদা মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৩ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩৫ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০

শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ এই রকমঃ ক্রমিক নম্বর (১)ঃ পদের নাম - সায়েন্টিস্ট বি, গ্রুপ-এ (গ্যাজেটেড), লেভেল-১০ঃ মূল মাইনে ৫৬,১০০ - ১,৭৭,৫০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ৭১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩০টি। এসসি ১০টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১৯টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে ৩টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। ক্রমিক নম্বর (২)ঃ পদের নাম - সায়েন্টিফিক অফিসার/ ইঞ্জিনিয়ার এসবি, গ্রুপ-বি (গ্যাজেটেড), লেভেল-৭ঃ মূল মাইনে ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১৯৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮১টি। এসসি ২৯টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৫২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে ৮টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। ক্রমিক নম্বর (৩)ঃ পদের নাম - সায়েন্টিফিক / টেকনিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট - এ, গ্রুপ-বি (নন-গ্যান্সেটেড), লেভেল-৬ঃ মূল মাইনে ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা।

মোট শুন্যপদ ৩৩১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৪টি। এসসি ৪৯টি, এসটি ২৪টি. ওবিসি ৮৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩২টি পদ সংরক্ষিত।সামগ্রিক হিসেবে ১৪টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য।

দর্খাস্ত কর্বেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৪ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগজাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ৪ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর জক্বিঝামেলা কম, খরচও কম হয়। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ডকুমেন্টস জেরক্স করে পাঠাতে হয় না, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চি ত হওয়া যায়। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে সর্বভারতীয় স্তরে রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন - ২০২৩ -এর মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। পরীক্ষার ১৫ দিন আগে কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। প্রশ্নপত্র হবে ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। সময় ৩ ঘন্টা। নেগেটিভ মাকিং থাকবে। মেধাতালিকা তৈরি হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেকটিভ পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও সারা দেশে ২৯টি শহরে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। অনলাইনে আবেদনের সময় পছন্দমত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দরথাস্ত পাঠিয়ে দেওয়া অনেক শ্রেয়। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়ার পাশাপাশি ডাকেও পাঠানো হতে পারে। তবে এই সার্টিফিকেট যাঁরা পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাকি থাকতে হাতে না পাবেন, তাঁরা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।* কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদঃ ৫৩৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ, বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, জুন/ জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

* এইমস-এ **ল অফিসার, স্টে নো** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদ ঃ ৩৪৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* নীপকো-তে **এথেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকে **কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত

জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়সঃ

১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রিমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, জিএনএমপাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২৮ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তরে **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, কো-অর্ডিনেটর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, ডিগ্রি, এলএলবি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, ইন্টারভিউ/ লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্যদপ্তরে **প্যারামেডিকেল ও নার্সিং স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ৪৭৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিস্ট , ইউডিসি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদঃ ১৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি

ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

* বহিঃরাজ্যে প্রশাসনিক দপ্তরে **হোম গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

^{*} ডাক বিভাগে **ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিকপাশ, বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **ডেন্টাল সার্জন, আয়ুর্বেদিক, ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিডিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ২০ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ প্রতিটি শহরেই, তবে তা কল লেটারে জানানো হবে।

CMYK

ভিপুরা



মদিনা এলেন, তখন তিনি

দেখলেন ইহুদীরা আশুরার

রোজা রাখছে। যদিও তারা

সম্পাদকীয় কলমে... ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

হোঁচট খাচ্ছে চীন বাজিমাত ভারতের!

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বড়সড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চীন একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইয়া গিয়াছে। চীনের অন্যতম বড় বাজার ছিল ভারত। প্রতিবছর ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করিত চীন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রম অবনতির ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার চীনের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বয়কট করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পাশাপাশি ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে আরো বলিষ্ঠ করিবার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হইয়াছে।এবার একটি বডসড পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে ভারত। জানা গিয়াছে, ভারত এবার এমন ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরি করিবার প্রস্তুতি নিয়াছে যাহা পশ্চিমী দেশগুলির 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো" মডেলের ওপর রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখন আইটি সার্ভিস থেকে শুরু করিয়া উৎপাদনের দিকে কডা নজর দিয়াছে।পাশাপাশি সেখানে আরও জানানো হইয়াছে যে, জিরো-কোভিড নীতির কারণে চিনের সাপ্লাই চেন রীতিমতো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন পরিস্থিতিতে, বেজিংয়ের প্রতি কোম্পানিগুলির "বিশ্বাসের ঘাটতি"-র সুযোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ভারত। এদিকে, করোনার মত ভয়াবহ মহামারীর সময়ে ড্রাগনের কঠোর নীতির কারণে অ্যাপল ও ফক্সকনের মত বড় বড় সংস্থাগুলি চিনের বিকল্প খুঁজিতে শুরু করিয়াছে। ভারত ইউজ অ্যান্ড থ্রো'-র মত পশ্চিমী মডেল অনুসরণ করেনা।" এমতাবস্থায়, ওই ফাউন্ডেশন তাহাদের প্রথম প্রোডাক্ট হিসেবে শিক্ষার জন্য কম্পিউটার ট্যাবলেট নিয়া আসিয়াছে। যেটিতে খুব সহজেই নতুন পরিবর্তন নিয়া আসা সম্ভব। এই উদ্যোগটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। যদিও, এই ভাবনা আইটি পরিষেবা থেকে ইলেকট্রনিক আইটেম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের একটি ভালো প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হইবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে মোবাইল ফোনের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ হইল ভারত। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে চিনের পরেই রহিয়াছে আমাদের দেশ। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, দেশে অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়িতেছে। পাশাপাশি, একাধিক ইউরোপিয় এবং আমেরিকান সংস্থাও ভারতীয় পার্টনারদের সাথে আলোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যেই দেশে স্যামসাং এবং অ্যাপলের মত জনপ্রিয় ফোন তৈরি হইতেছে।ভারতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ফক্সকনের সাথে চুক্তি করিয়াছে বেদান্ত। এমতাবস্থায়, ফক্সকনের তরফে জানানো হইয়াছে , "আমরা যদি ডিজাইন সেন্টারে রূপান্তরিত হইয়া ভারতকে একটি প্রোডাক্ট নেশন হিসাবে স্বীকৃতি দিই, তাহা হইলে এটা একটা বিশাল সুযোগ হইবে। চিন যাহা করিয়াছে তাহা প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ধরা যাইতে পারে। ভারতে আই ফোন ও চিপ তৈরিতে ফক্সকনের আগ্রহ বাডাইয়াছে। এটা খব ভালো খবর। কারণ এত বড় সংস্থা দেশে আসিতেছে।" অদূর ভবিষ্যতেই ভারত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া দেশবাসী আশাবাদী।

মাথায় আঘাত ফলে বালুয়াছডি হরি দেবনাথের মৃত্যু অভিযোগ জেলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :</mark> বালুয়াছড়ী এলাকায় রাতের আঁধারে বাইক চলস্ত অবস্থায় মাথায় আঘাত করার ফলে হরি দেবনাথ নামে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলেই শুক্রবার দুপুর বারোটাই বিশালগড মহকুমা হাসপাতালে অভিযোগ করলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, জানাযায় সাউথ চড়িলাম কৃষ্ণ সংঘ এলাকায় হরি দেবনাথ বৃহস্পতিবার রাত ১:৩০ মিনিটে চড়িলাম মেলা থেকে বাইক নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে বালুয়াছড়ী এলাকায় পেছনদিকে আঘাত করার ফলে ব্যালেন্স রাখতে না পেরে রাস্তার পাশে কালভারের নিচে পড়ে যান যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে রাতেই নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসা হরি দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন শুক্রবার দপর ১২টায় বিশালগড মহক্মা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার পর মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হলো পরিবারের হাতে। হরি দেবনাথের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বন্ধ-বান্ধব। সে সময় সংবাদ মাধ্যমে এমনটাই অভিযোগ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা। এখন দেখার বিষয় পোস্টমর্টে কি রিপোর্ট আসে সেদিকে তাকিয়ে আছেন তার পরিবারের সদস্যরা।



Notice Inviting Expression of Interest (EoI)

Expression of Interest (Eol) are being invited by the Office of the Deputy Director Dhalai Tribal Ambassa from Rehabilitation Division. PTG, reputed and experienced Companies/Firms/ Agencies for selection of Training Partner for conducting Skill Development Training for PTG in Dhalai District, Tripura. Detailed Eol document downloaded can be https://tripuratenders.gov.in. from The interested agencies may submit technical document through online at https:// tripuratenders.gov.in on or before 05.04.2023, 4:00 PM.

> **Sof Deputy Director Tribal Rehabilitation Divi**sion. PTG, Ambassa, GoT

ICA-C-4542-23

রোজা আর রমজানের ইতি

বিশেষ প্রতিনিধি।। সারা বিশ্বজুড়ে প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মুসলিমের কাছে রমজান মাস একটি পবিত্র সময়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রেখে তারা এ সময়টি পার করে থাকে। কিন্তু কবে প্রথম এই মাসব্যাপী রোজা বাধ্যতামূলক করা হয় ? ইসলামের পূর্বেই বা রোজা কেমন ছিল? এসব নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন রোমাদান (ভাষাগত অপভ্রংশ: রমজান) শব্দটা এসেছে আরবি মূল রামিদা বা আর-রামাদ থেকে, যার মানে প্রচণ্ড উত্তাপ কিংবা শুষ্কতা। আরবি ক্যালেভারের নবম মাস হলো রমজান। হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রথম ওহী পেয়ে নবী হয়েছিলেন ৬১০ সালের রমজান মাসেই। এ মাসের যে রাত্রিতে প্রথম আয়াতগুলো নাজিল হয় (সুরা আলাক এর প্রথম পাঁচ আয়াত) সে রাতকে বলা হয় শবে কদর বা লাইলাতুল কদর (আরবিতে লাইলগুরাত)। বলা হয়েছে যে, রমজানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় রাত্রির কোনো এক রাত্রি এই শবে কদর, প্রসিদ্ধমতে সেটা ২৭ তারিখ ধরে নেয়া হয়। যদিও আরেক মতে সেটি ২৩তম রাত্রি। তবে নিশ্চিতভাবে এই রাতটি পাবার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইতিকাফ করে থাকেন, অর্থাৎ নিৰ্জনে টানা ১০ দিন প্ৰাৰ্থনা। আর এই রমজান শেষ হওয়া মানেই ঈদুল ফিতর যা মুসলিমদের প্রধান দুটি উৎসবের একটি।পুরোপুরি প্রমাণিত না হলেও, মতবাদ আছে যে, নবী হযরত ইব্রাহিম (আ) এর সহিফা নাজিল হয়েছিল তৎকালীন রমজানের ১ম দিবসে, তাওরাত এসেছিল ৬ রমজান, যাবুর ১২ রমজান আর ইঞ্জিল ১৩ রমজান। যদিও আরবের বাহিরে রমজান মাস হিসেব করা হতো না, কিন্তু এই হিসেবটা ভিন্নজাতিক পঞ্জিকার সাথে মিলিয়ে স্থির করা হয়েছে বলে বলা হয় তবে পুরো এক মাস পবিত্র রমজান মাসের রোজা রাখার আদেশ অবতীর্ণ হয় যখন নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সা) এবং

পরের ঘটনা। তখন আরবি শাবান মাস চলছিল। "রম্যান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুষ্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে।" তবে এমন না যে, এর আগে কেউ রোজা রাখত না। অবশ্যই রাখত। কুরআনেই বলা রয়েছে যে, আগের জাতিগুলোর জন্যও রোজা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, সেটা রমজান না হলেও।"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফর্য করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।"এমনকি মক্কার মানুষেরাও ইসলামের পূর্বে রোজা রাখত, তবে সেটা কেবল মুহাররাম মাসের ১০ম দিন, আশুরার রোজা। কারবালার ঘটনা তখনও ঘটেনি. আশুরার প্রধান উপজীব্য ছিল হযরত মুসা (আ) এর নেতৃত্বে মিসর থেকে বনী ইসরাইলের মুক্তি

এবং লোহিত সাগর দু'ভাগ হয়ে যাবার ঘটনা। আত্মসংযম আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে অন্যরাও রোজা রাখত বটে।৭৪৭ সালের একজন আরব লেখক আবু যানাদ জানান যে, উত্তর ইরাকের আল জাজিরা অঞ্চলে অন্তত একটি মান্দাইন সমাজ ইসলাম গ্রহণের আগেও রমজানে রোজা রাখত। প্রথম থেকেই রমজানের রোজা রাখা শুরু হত নতুন চাঁদ দেখবার মাধ্যমে, তাই অঞ্চল ভেদে রোজার শুরুও ভিন্ন হতো। এখন মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশের মুসলিমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক সময়ানুসারে সেখানে রোজা রাখতে পারে না, যেহেতু সেখানে দিনরাত্রির পার্থক্য করা দুরূহ। তাই নিকটতম স্বাভাবিক দেশের সময়সূচী কিংবা মক্কার সময় মেনে তারা রোজা রাখে এবং ভাঙে।অতিরিক্ত ইবাদত হিসেবে রয়েছে তারাবিহ, যদিও সেটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রথমদিকে জামাতের সাথে সে নামাজ আদায় করলেও পরে জামাতে করেন নি, পাছে সেটি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। তবে খলিফা উমার

(রা) পুনরায় জামাতে আদায় করা শুরু করেন তার শাসনামলে। তবে শিয়াগণ তারাবিকে নবউদ্ভাবন বলে পরিত্যাগ করে থাকে। আট থেকে ২০ রাকাত পর্যন্ত তারাবিহ নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে, তবে মক্কার হারাম শরিফে ২০ রাকাতই আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, ফজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে খেয়ে রোজা রাখাকে সাহরি আর সূর্যাস্তের পর খেয়ে রোজা ভাঙাকে ইফতার বলা হয়। অনেক খ্রিস্টানও রোজা রেখে থাকে, তবে কিছুটা ভিন্ন অর্থে। বাইবেলে বর্ণিত যীশু খ্রিস্ট নিজেও টানা ৪০ দিন রোজা রেখেছিলেন।। আদি খ্রিস্টানরাও রোজা রেখেছিলেন বলে বাইবেলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনো অনেক ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ইস্টার সানডেরআগের ছয় সপ্তাহ এই প্রথা পালন করেন, একে জ্রত্রপ্র বলা হয়। উল্লেখ্য, আরবিতে সিয়াম বললেও উপমহাদেশে ফার্সি "রোজা" শব্দটাই বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে। আরবি "সাওম" শব্দ কিংবা সিরিয়াক ''সাওমা' অথবা আদি হিব্রু ''সম'' শব্দের

মূল অর্থ "বিরত থাকা"। শুধ খ্রিস্টান বা মুসলিম নয়, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয়, সনাতন, তাও কিংবা জৈনবাদ-সকল ক্ষেত্রেই আছে উপবাসের প্রচলন। রমজানের রোজা ছাড়াও মুসলিমদের জন্য শাওয়াল মাসের যেকোনো ৬ দিন, প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩-১৫ তারিখ, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি দিবসে রোজা রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে ঈদের দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। একমাত্র যে ধর্মের ব্যাপারে রেকর্ড পাওয়া যায় যেখানে রোজা রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল সেটি হলো আদি পারস্যের ধর্ম বা জরথুস্ত্রবাদ।তবে মুসলিমদের মতো কঠোরভাবে রোজা রাখে কেবল ধার্মিক ইহুদীরাই। বছরে ছয় দিন তাদের বাধ্যতামূলক রোজা রাখতে হয়। সাববাথ (সাপ্তাহিক ছটির শনিবার) দিবসে রোজা রাখা তাদের জন্য হারাম। ইয়ম কিপুর (হিব্রুতে ইয়মগুদিন, কিপুরগুপ্রায়শ্চিত্ত) এর দিন অবশ্যই অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। এদিন ইহুদী বিশ্বাস মতে, এক বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এবং তারা টানা ২৫ ঘণ্টা রোজা রাখে ৷নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (সা) যখন

ইসরায়েলে থাকতে ইহুদী ক্যালেন্ডার ব্যবহার করত, সেখানকার ইহুদী মাস তিশ্রির দশম দিবসে তারা রোজা রাখত (ইয়ম কিপুর)। আরবে তারা সেটার সাথে মিলিয়ে মুহাররামের দশম দিন আশুরার দিন রোজা রাখত। হযরত মুহাম্মাদ (সা) জিজেস করলেন, তারা কেন রোজা রাখে? তারা উত্তর করল, এদিন আল্লাহবনি ইসরাইলকে রক্ষা করেছিলেন এবং হযরত মুসা (আ) এজন্য রোজা রেখেছিলেন। তখন হযরত মুহাম্মাদ (স) মুসলিমদেরও এ রোজা রাখতে নির্দেশ দেন যেহেতু হযরত মুসা (আ) ইসলাম ধর্মেও নবী। তবে তিনি সাথে অন্তত একদিন অতিরিক্ত রাখতে বললেন, আগের দিন কিংবা পরের দিন। পেছনের কাহিনী মক্কাবাসীরা না জানলেও, তারা ঠিকই আগে থেকে এ দিন রোজা রাখত, এমনকি ইসলামের আগে হ্যরত মুহাম্মাদ (স) নিজেও রেখেছিলেন। রমজানের রোজা বাধ্যতামূলক হবার আগে এ রোজাটা সবাইকে রাখতে হত। রমজানের রোজা আসবার পর এ রোজা নফল হয়ে যায়।অনেকের আগ্রহের বিষয় থাকতে পারে, নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও সাহাবীরা কী খেয়ে সাহরি বা ইফতার করতেন? নবীজী (সা) মাগরিবের আগে কয়েকটি ভেজা খেজুর খেতেন, তা না থাকলে শুকনো খুরমা/খেজুর, আর পানি। এটাই ছিল ইফতার। একবার তিনি সফরে থাকা অবস্থায় ছাতু ও পানি মিশিয়ে ইফতার করেছিলেন। সেহরির ক্ষেত্রেও প্রাধান্য দিতেন খেজুরকে। তবে এমনটা ভাবার কারণ নেই যে খেজুরগুলো ছোট ছোট, আরবীয় খেজুর যথেষ্ট বড়, অন্তত আমাদের দেশের তুলনায়।সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ রমজান মাসটি পালন করে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে, এবং প্রম আগ্রহে সাদরে বরণ করে নেয় রমজান শেষে ঈদকে। সবাইকে রামাদান মোবারাক!

মাসে কীভাবে শরীর ভালো রাখ

অর্থাৎ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে রোজার উপবাস। বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায় এক মাস নিয়মের সঙ্গে পালন করে থাকে। উপবাস শেষ হবে ঈদ-উল-ফিতরের মধ্য দিয়ে। এই উপবাস শরীরের ওপর নানা প্রভাব ফেলতে পারে। তাই মেনে চলতে হবে বেশ কিছু সতৰ্কতা।কথায় আছে সাবধানের মার নেই। রমজান মাস শিশু থেকে বদ্ধ সকলেই কঠোর নিয়মের সঙ্গে পালন করেন। শ্রীর নিয়ে চিন্তাও থাকে সকলের। একদিকে সঠিক পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখা, সেই সঙ্গে কীভাবে শরীরের যত্ন নেওয়া যায় তা কিন্তু জানাও আবশ্যক। রোজার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করতে চান তাহলে এই প্রতিবেদন আপনাকে অনেকটাই সাহায্য করবে। কীভাবে রোজা রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চা করাও যায় সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন শরিরচর্চা বিষয়ক প্রশিক্ষক বেলাল হাফিজ ও পুষ্টিবিদ নাজিমা কুরেশি। এই দম্পতি ব্রিটেনে "দ্য হেলদি মুসলিমস" নামেও অধিক জনপ্রিয়। দম্পতি রোজার উপবাসের সময় কীভাবে শরীরে বাড়তি যত্ন নিতে হবে সেই বিষয়ে একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম ''দ্য হেলদি রামাদন গাইড"। রোজার সময় সঠিক খাবার গ্রহন করা গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে

দরকার শরীরকে ফিট রাখা।

সাহাবীরা মক্কা থেকে মদিনাতে

ছিল হিজরতেরও ১৮ মাস

হিজরত করেন তার পরে। সেটা



আমাদের শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।প্রশিক্ষক বেলাল হাফিজ বলেন, "রোজার উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক ও আত্মার উন্নতি সাধন, সেই সঙ্গে এই মাসের পবিত্রতাও বজায় রেখে চলা। আমরা যা খাই এবং যেভাবে ব্যায়াম করি তা এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বড় ভূমিকা রাখে''। আপনিও যদি রোজা রাখার সঙ্গে শরীরের যত্ন নিতে চান

তাহলে এই বিষয়গুলি অবশ্যই মাথায় রাখুন। পর্যাপ্ত জল পান করুন উপবাসের সময় নানা লক্ষণ

ডি-হাইড্রেশন। যেহেতু সুর্যাস্তের পরই জল খেতে হয়, তাই এমন সমস্যা হয়েই থাকে। তবে এই ধারণা ভুল যে একেবারে সূর্যাস্তের পরই জল খেতে হবে। আসলে প্রতিদিন যে পরিমাণ জল পান করেন, রোজার সময় একই পরিমাণের জল ভোর থেকে অল্প অল্প পান করা যেতে পারে। তাই মাঝে মাঝে অল্ল অল্ল জল পান করু ন। দিনের প্রথম ভাগে পৃষ্টিকর

খেতে করতে হয়। সকালে একবার, একবার রাতে। তাই সকালের খাবারটি যেন পৃষ্টিকর হয়। সকালের খাবারটি যদি হয় প্রোটিনযুক্ত, পাশাপাশি বি-কমপ্লেক্স কাৰ্বোহাইড্ৰেটযুক্ত তাহলে সেটা হবে উপরি পাওনা। পুষ্টিবিদ নাজিম কোরেশি অবশ্য বলেন, যাঁদের ভোর রাতে খাওয়ার অভ্যেস নেই বা যাঁরা প্রথম বার রোজা রাখছেন, তাঁদের জন্য এটি খুবই কম্টকর হতে পারে।

ইফতারে অতিরিক্ত না খাওয়া অনেকের ধারণা একসঙ্গে বেশি পরিমাণে খেয়ে নিলে সারাদিন নিশ্চিন্তে থাকা যায়।শরীরে যে পুষ্টির ঘাটতি তা পৃষিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু, এই ধারণা একদমই ভুল। অনেক সময় আবার পরিবারের সকলের সঙ্গে ইফতার করার খুশিতে খেয়াল থাকে না কতটা খাচ্ছি। আবেগের বশে খেয়ে ফেলি অতিরিক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাবার। ইফতারে আমরা বেশিরভাগ খাই সিঙ্গারা, নিমকির মতো নমকিন জাতীয় জিনিস। এসবে

ক্যালোরিযুক্ত খাবার আমরা ইফতারেই খেয়ে নিই। এই বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে বলে মনে করেন হাফিজ। ব্যায়ামের সময় নির্ধারণ করুন রোজার মাসে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন ব্যায়ামের জন্য। শরীরচর্চা প্রশিক্ষক হাফিজ বলেন, 'অধিকাংশ মানুষ ইফতারের এক বা দু'ঘণ্টা আগে ব্যায়াম করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যাতে ব্যায়াম করার পরক্ষণেই তাঁরা খাবার খেতে পারেন। তবে কোনওটাই নির্দিষ্ট নিয়ম নয়, আপনি আপনার মতো করেই ব্যায়াম করতে পারেন। নিজের শক্তি ও কাজের প্রতি মনোযোগ দিন দিনের যে কোনও সময় আপনি ব্যায়াম করতে পারেন। তবে করতে হবে আপনার শরীরের ক্ষমতা অনুযায়ী। ফিটনেস বাড়ানোর জন্য যে ব্যায়ামগুলি দরকার শুধুমাত্র সেগুলিই নির্বাচন কর্জন। মনে রাখবেন, এই একমাস রুটিন পরিবর্তন হয়েছে। ভীষণ সাবধানতার সঙ্গে কাজ কর্যন। রোজার নিয়ম মেনে চলুন রোজার উপবাস আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত। এই সময় বাড়তি সাবধানতা মেনে চলা দরকার। হয়ত শরীর দূর্বল লাগতে পারে। তবে ৩০ দিনের এই উপবাস আপনার মধ্যে অজান্তেই বাড়িয়ে দেবে সহনশীলতা।

২০০-২৫০ গ্রাম। হিসেব

করলে দেখা যাবে অন্য

সময়ের তুলনায় অধিক

খাবার খান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) আজ স্কুলের সারাটা দিন তার মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে থাকল। কল্যাণস্যার তাকে পীঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছেন মানে সে এখন আর মোটেই এলেবেলে ছাত্র নয়। স্কুল ছুটি হতেই মতি বইপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্কুল থেকে তার গ্রাম চার মাইল দূরে। গ্রামে যাবার কাঁচা রাস্তায় পড়ে দুটো কাঁকুরে মাঠ, কিছুটা ফসলের খেত, তিনটি পুকুর আর একটা প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ। স্কুলে থেকে বেরিয়েই মতির মনে পড়ল সেই রাংতা মোড়া ছাতাটার কথা। পুটুস ঝোপে যেখানে সে ছাতাটা রেখে ক্লাসে ঢুকেছিল সেটা সেখানেই রয়েছে। মতি ছাতাটা মাথায় দিয়ে হাঁটতে লাগল। এখন সূর্য়ের তেজ অনেক কম। তবু মতি মাথা থকে ছাতাটা সরাল না।

সন্ধ্যায় মতির বাবা যথারীতি মতিকে হোমটাস্ক করতে বসাল। এদিকে ম্যাজিক ছাতার কল্যাণে গতিবেগ-সময়-দূরত্ব নামক শক্ত শক্ত ব্যাপারগুলো মতির মাথায় ঢুকে বসে আছে তা তো তাঁর জানা নেই। মতি তার বাবাকে অবাক করে দিয়ে সমস্ত টাস্কণ্ডলো একাই করে দিল। শুধু তাই নয় গতিবেগের প্রতিটি অঙ্কই যে তার মাথায় বেশ ভালোভাবেই ঢুকে গেছে এটা মতি প্রমাণ করে দিল।

অঙ্ক নামক জটিল জিনিসটা মাথায় ঢুকে যেতেই মাথা থেকে সমস্ত আবর্জনাগুলো বের হয়ে যায়। মতির মাথা থেকে ওই ধরণের আবর্জনা সরে যেতেই সে অঙ্ক কষার দারুণ আগ্রহ পেয়ে গেল। এরপর দটি ঘটনা ঘটল। প্রথম ঘটনাটি হল অস্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে ওঠার সময় মতি এক থেকে দশের মধ্যে তো থাকলই, তাছাড়া মতি অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এতে সবচেয়ে খুশি হলেন রাশভারী অঙ্কের টিচার কল্যাণবাব।

তিনি মতিকে ডেকে বললেন, "অঙ্ক হল মজার সাবজেক্ট। অঙ্কের মজায় যে একবার ডুবেছে সে মণি-মাণিক্য তুলে আনবেই। এতে আর আশ্চর্য কী?" এই বলে তিনি মতিকে জড়িয়ে ধরলেন। মতি সবার কাছে প্রশংসা কুড়িয়ে রেজাল্ট হাতে বীর দর্পে মাঠ ভেঙ্গে হেঁটে চলল কোঁকুরে মাঠ দুটো পেরিয়ে যে প্রকান্ড পাকুড় গাছটা রয়েছে তার কোটরে উঁকি দিল।

আর উঁকি দিতেই তার মুখটা এক নিমেষে শুকিয়ে গেল। ম্যাজিক ছাতাটা নেই।

বাড়িতে মা বাবা খুব খুশি। মতি অনেকদিন পর এত ভালো রেজাল্ট করেছে। ছোট কাকা তো মতিকে একখানা নতুন সাইকেল কিনে দেবে বলে ঘোষণা করে দিল।

তবে এত খুশির মধ্যেও মতির মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। কুড়িয়ে পাওয়া সেই ম্যাজিক ছাতাটা কোথাও পাওয়া গেল না। মতি পাকুড়গাছটার কোটরে ও তার চারপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল, কোখাও নেই। সেটা বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস একদিন এভাবেই হারিয়ে যায় বোধহয়! 'মহিষবাথান হাইস্কুলে'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে স্কুল কমিটি অনেক ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই মহিষবাথান হাইস্কুল

থেকেই কত কৃতি ছাত্র পড়াশোনা করে এখন নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সরকারি দাপুটে অফিসার অনেকেরই পড়াশোনার ঠিকানা ছিল এই 'মহিষবাথান হাইস্কুল'।

স্কুল কমিটির সভাপতি নিখিলেশ দাশ অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সেইসব কৃতি ছাত্রদের একটি লম্বা তালিকা তৈরি করে ফেলেছেন। তবে তাঁর মতে তালিকা কিন্তু অসম্পূর্ণ। এই স্কুল থেকে পাশ দিয়ে বহু ছাত্র বিদেশেও পাড়ি দিয়েছেন। তাঁরা আর দেশে ফিরে আসেননি। তাই তাঁদের নাম এই তালিকায় পাওয়া যাবে না। তবে তালিকায় যাঁদের নাম আছে, স্কুল কমিটি তাঁদের প্রত্যেককে স্কুলের 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাবে। স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে জেলা শাসক মলয় হালদার স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। আমন্ত্রণ পত্রে তাঁর নামও উল্লেখ করা আছে। এতে পুরনো কৃতি ছাত্ররা স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ব্যাপারে বাড়তি উৎসাহ পাবে বলে নিখিলেখবাবু মনে করেন।

স্কলের বর্তমান বাংলা শিক্ষক ভবানী মজমদার একজন বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার। তাঁর সাথে স্কুল কমিটির সভাপতি নিখিলেশবাবুর বেশ সখ্যতা। আছে। এই সখ্যতা গড়ে ওঠার অবশ্য একটা কারণ আছে, সেটা হল ভবানীবাব মখে মখে ছডা বলতে পারেন। একবার হলদিয়া থেকে একটি অনুষ্ঠান শেষে তাঁরা কয়েকজন ট্রেনে একসঙ্গে ফিরছিলেন। ট্রেনে ভ্রানীবারু যা যা কথা বলেছিলেন স্বই ছড়া কেটে নিখুত ছন্দ গেঁথে বলেছিলেন। আর সেই সব ছড়া বলার জন্য তিনি বাড়তি কোন সময় নেননি। এই ব্যাপারটা নিখিলেশবাবুকে অভিভূত করেছিল। আসলে ভবানীবাবু একজন স্বভাব কবি। তিনি নিমেষের মধ্যে সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে সেগুলিকে ছন্দের মোড়কে ঢেকে পরিবেশন করতে পারেন। আর পরিবেশন কালে তার তৈরি ছডার মধ্যে এক মাত্রারও এধার ওধার



।। তরুণকুমার সরখেল।।

হয়না। এটা নাকি তার কান ঠিক করে দেয়। ভবানীবাবু ছন্দ বা অলংকার নিয়ে পড়াশোনা করেননি। এ ব্যাপার তাঁর নজের কান দুটোই তাঁর সব। নিখিলেশবাবু সেই ভবানীবাবুকে ডেকে বললেন, দেখুন আমি ভাবছি উৎসবের শেষ দিন মূলমঞ্চে দু-ঘন্টার একটি সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আলাদা অনুষ্ঠান করব। আর ওই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবেন আপনি। তারপর আলোচনা শেষে ঠিক হল দু-ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টার একটি তাৎক্ষণিক ছড়া-গড়া প্রতিযোগিতা ও পরের এক ঘন্টায় একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হবে। দুটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই পুরোপুরি দায়িত্বে থাকবেন ভবানীবাবু। শিমূলবেড়া গ্রামের ধনপতি মুদিও মহিষবাথান হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। শিমূলবেড়া থেকে মহিষবাথান হাইস্কুল বেশ দূরে। ধনপতি সেই স্কুলে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। তারপর তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। চাষ-বাসের কাজ কর্ম নিয়েই এখন তার দিন কাটে। তবে সেভেন পর্যন্ত পড়লেও, এ যাবৎ সে বাংলা পাঠ্য বইয়ের যে ক-টি কবিতা পড়েছে এখনো প্রায় সবই তার মুখস্ত। ধনপতি ভোরবেলা মাঠে যেতে যেতে সেইসব কবিতা উদাক্ত ন্ট্রে আবৃত্তি করে। এটা তার একটা অভ্যাসে

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। তবে বৃষ্টি এখনো শুরু হয়নি। ধনপতি বাড়ির কাজকর্ম সেরে মহিষবাথান হাইস্কুলে যাবে বলে বেরিয়ে

পড়েছে।গ্রামের ছেলে প্রহ্লাদের কাছে সে জেনেছে আজ স্কুলে উপস্থিত থাকবেন জেলা শাসক মলয় হালদার মহাশয় স্বয়ং। স্কুলের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের তিনি সংবর্ধনা দেবেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে কি সে থাকতে পারে ?

প্রথমে কিছুক্ষণ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হল। ধনপতি হাঁটার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। তারপর বৃষ্টি ঝিমঝিমকরে নেমে যেতেই সে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই তার নজরে পড়ল একটি পুরনো তাপ্পি মারা ছাতা তেঁতুল গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। কাছাকাছি কেউ নেই। ছাতাটা রাখল কে ? ধনপতি গাছের উপরে চোখ চালিয়ে দেখল, না কেউ নেই।

ছাতাটা হাতে নিয়ে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল। চার-পাঁচ জায়গায় ছাতার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। রাংতা দিয়ে উপরের ছেঁড়া জায়গায়

তাপ্পি মারা হয়েছে। তবে ছাতাটা মাথায় দিলে মাথাটা বৃষ্টি থেকে দিব্যি तिं यात प्राप्त राज्य । वृष्टित कातरा भाराभा भारावत नीरा माँ पिरा ना থেকে ধনপতি ছাতা মাথায় দিয়ে হনহনকরে হাঁটতে লাগল। বৃষ্টির ঠান্ডা আমেজে তার মুখ দিয়ে কবিতা বেরিয়ে এল। তার জানা সব কবিতাই আজ সে আবৃত্তি করবে। মেঘলা দিনেই তার কবিতা আবৃত্তি করতে ভালো লাগে। ছাতার রাংতা দেওয়া জায়গায় বৃষ্টির ফোঁটা এসে পডলে বেশ চিড়িং চিড়িং করে আওয়াজ হচ্ছে। তবে ধনপতির সে দিকে খেয়াল নেই। তাকে যেন আজ নেশায় পেয়েছে। অনেক ভূলে যাওয়া কবিতাও আজ সে গড় গড় করে বলে যেতে লাগল। মহিষবাথান হাইস্কুল ঢোকার মুখে তার আবৃত্তি বন্ধ হল।

স্কুল মাঠে প্রবেশ করে ধনপতির অবাক হবার পালা। পুরো মাঠ জুড়ে সামিয়ানা টাঙানো। ভেতরে সার সার দিয়ে চেয়ার পাতা। চেয়ারে বসে রয়েছেন মাননীয় অতিথিরা। যাঁরা একদিন স্কুলের ক্ষুদে সদস্য ছিল তাঁরাই এখন কেউকেটা। কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার কেউ বা বিজ্ঞানী হয়েছেন। মাঝ পথে খবর পেয়ে ফিরে নামিদামি গাড়িতে করে তাঁরা স্কলে এসেছেন। তাঁদের সাজপোশাক দেখে ধনপতি কিছুটা সংকোচ বোধ করল। যদিও সে এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল কিন্তু তাকে তো আর কেউ চেনে না। ক্লাস সেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা না দিয়েই তাকে স্কুল ছাডতে হয়েছিল। তবে খব ভাল করে সে লক্ষ্য করে দেখল মঞ্চে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে বসে রয়েছেন অঙ্কের গণেশ স্যার আর ইতিহাসের জহরবাবু। ধনপতিকে গণেশ স্যার মাঝেমধ্যেই বিদ্যাপতি বলে ডাকতেন। তাকে কেউ চিনুক বা না চিনুক সে তো ওই দু-জন মাষ্টার মশাইকে চেনে।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছেই। স্কুল মাঠের বাঁ দিকে বেশ কিছু লোক ছাতা না তো! তমালির কি হলো? ও কি টিপটপ করে ঝরছে আমার গালে, লক্ষ্য স্থির রাখা সম্ভব, তা আমি

সাহস করেনি। ছাতা গুটিয়ে তারা তো চেয়ারে বসে পড়লেই পারে। ধনপতি দেখল সামনে বেশ কয়েকটি চেয়ার ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ধনপতিও চেয়ারে বসল না। ছাতা মাথায় দিয়ে সেও ওই লোকগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্চে আদ্রা আবৃত্তি পরিষদের ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি চলছে। ধনপতি একমনে আবৃত্তি শুনতে লাগল।

কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে ভবানীবাবু মঞ্চে উঠে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি মাঝে মঝেই ছড়া কেটে কথা বলছেন। সেই ছড়া শুনে শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠছেন। ধনপতিও হাসছে। ভবানীবাবু বলছেন, ''আমরা অনেকেই অঙ্ক কষতে ভালোবাসি, অনেকেই ইতিহাসের গল্প শুনতে ভালোবাসি।

পাশাপাশি কিছু ছাত্র কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতেও ভালোবাসে। কোন ছাত্র অঙ্কের জটিল ফর্মূলা নিমেষে মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে নিতে পারে, কিন্তু সেই ছাত্রটিই সারা জীবনে একটি কবিতাও মুখস্ত বলতে পারেনা। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি স্কুলের মধ্যে এরকম দু-একজন ছাত্র থাকে যারা খুব সহজেই বড় বড় কবিতা মুখস্ত বলে দিতে পারে। কবিতাকে মনে প্রাণে ভালো না বাসলে কিন্তু এটা করা সম্ভব নয়।" ধনপতি অবাক হয়ে ভবানীবাবুর কথাগুলো শুনে যেতে লাগল এরপর ভবানীবাবু একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতার লাইন মাইকে ঘোষণা

করলেন। বললেন, ''এই কবিতার প্রথম লাইনটির সঙ্গে বাকি সাতটি লাইন যোগ করে একটি সুন্দর কবিতা আপনাদের তৈরি করতে হবে। ছাত্ররাও এতে অংশ নিতে পারো। আমাদের কর্ডলেস মাইক্রোফোন ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা নিজের নিজের জায়গায় বসে শুধু হাত তুলবেন।"

মঞ্চের খুব কাছাকাছি একটি ছাত্র ঝটকরে হাত তুলে ফেলল। ভবানীবাবু তাকে মঞ্চে ডেকে নিলেন। মঞ্চে উঠে ছেলেটি প্রথম দুটি লাইন মোটামটিভাবে বলে গেল, তারপর তিন নম্বর লাইনে এসে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। ভবানীবাবু নিরুপায় হয়ে ছাত্রটিকে নীচে নেমে যেতে বললেন। এরপর পিছন দিক থেকে সিড়িঙে মতন একটি লোক উঠে কর্ডলেস চেয়ে নিল। সে একটুখানি নিজের পরিচয় দিয়ে কবিতায় চলে এল। মোটামুটিভাবে ছ-টি লাইন বলে গেলেও ধনপতি লক্ষ্য করল দুটি লাইনে একটি করে মাত্রা বেশি পড়ল। তাছাড়া অস্ত্যমিলটাও ঠিক জমল না। অনেকটা জোড়াতালি দেওয়ার মত হল। শেষ দু-লাইন বলতে না পারলেও চটাপট করে হাততালি পড়ল।

ধনপতি কোনদিনই কবিতা লেখেনি। সে শুধু কবিতা আবৃত্তি করেছে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে সে খুব সহজেই প্রথম লাইনের সঙ্গে সাতটা লাইন জুড়ে দিতে পারে।

ভবানীবাব দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আর কেউ হত তুলছেন কী না সেটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ধনপতি দেখল মাঠে আর কোন প্রতিযোগী নেই। অন্ততঃ তিনজন প্রতিযোগী না থাকলে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নির্বাচন করা হবে কীভাবে ? ধনপতি বাঁ হাতে ছাতা ধরে ডানহাতটা উপরে তলে দর থেকে জানালো সে কবিতা বলবে। একটি ছেলে সেটা দেখতে পেয়ে কর্ডলেস ধরিয়ে দিল ধনপতির হাতে। ধনপতি একটুও না থেমে, না ঢোঁক গিলে ছন্দ ও মাত্রা টান টান রেখে, উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে গড় গড় করে কবিতা বলে গেল। সে এমনিতেই খুব জোরে জোরে কবিতা আবৃত্তি করে। এখন হাতে কর্ডলেস আছে বলে তার কবিতা গমগমকরতে লাগল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে পিঠের চামড়া ও শরীরের হাড়গোড় আস্তে থাকবে কিনা সন্দেহ। হয়তো হাসপাতালেই পড়ে থাকতে হবে মাস তিনেক, আর চিটিংবাজির অপরাধে তমালিও আমাকে টাটা বাই বাই বলে চলে যাবে, পরিণতি হবে ভয়ংকর। সুতরাং বাঁচতে হলে অভিনয়ের মানটা চূড়ান্ত পর্যায়ে

ধরে রাখতে হবে।

শুরু হয়ে গেল অত্যাচার। প্রথমেই দুটো ইঞ্জেকশন মেরে দেয়া হল আমার পাছায়। ব্লাড প্রেসার, হার্টবিট মাপা চলছে, এসে গেছে ইসিজির করার মেশিন। অকারণে যে ইনজেকশনটা ফোটাবে, সেটা আমি আগে ভাবিনি এই ইনজেকশনের রিঅ্যাকশনে যদি সত্যিই আমি পটল তুলি তাহলে তো সব খেল খতম। এবারে বেশ ভয় ভয় করছে।

হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো আমাদের পাড়ার কয়েকটা ছেলে, সঙ্গে মা-বাবা ও বৌদি এসেছে। দাদা অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিল আসছে। এই দয়াল ভদ মহিলা আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে ফোন নম্বর আদান প্রদান করে বিদায় নিলেন। এখন আমার বুকের মধ্যে ধক ধকানিটা সত্যিই ভীষণ বেড়ে গেছে, ইসিজি রিপোর্ট নিশ্চয়ই খারাপ আসবে। মিথ্যে মরা সাজতে গিয়ে সত্যিই মরে যাব

ছড

।। মৃন্ময় ভট্টাচার্য।।

ছেলেরা যখন জানতে পেরেছে ওরও তো জানার কথা। ভাবতে ভাবতেই তমালির উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কানে এলো। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে', পেরেছে পেরেছে তমালি পেরেছে কারার ঐ লৌহ কপাট ভাঙতে। আমার মন এখন আনন্দে লাফাচ্ছে কিন্তু শরীর রাখতে হয়েছে মৃতপ্রায়, এ যে কি জ্বালা! দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বেরিয়ে আসছে অঝোরে, নির্লজ্জের মত সবার সামনে সেই জল দুহাত দিয়ে মুছে দিচেছ

পরিবর্তিত করতে হয়।তা না হলে হলেই ধ্বংস। এটা চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব।

লক্ষ্যবস্তুই যদি বারবার অবস্থান



এক সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অদ্ভূত স্কুল জীবনে আমার লক্ষ্য ছিল উপলব্ধি উপভোগ করছি। মনে নাসার মহাকাশ বিজ্ঞানী হব। হায়ার হচেছ আমি আমার লক্ষ্যের সেকেন্ডারি রেজাল্ট বেরোবার পর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। বুঝলাম সে গুড়ে বালি। লক্ষ্য বস্তু সাফল্য পেতে হলে নাকি লক্ষ্য স্থির তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। দেখে এগোতে হয়। আবার তাই আমিও অভিযোজন করে অভিযোজন বলে একটা কথা খুব লক্ষ্য পাল্টে ফেললাম। নতুন লক্ষ্য প্রচলিত। মানে সময় ও পরিবেশের হলো সি.এ. হবো। গ্রাজুয়েশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে

তমালি। তমালিরও চোখের জল মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছে। তারা কেউ ভেতরে যাবার এখনো খবর পাইনি ? পাড়ার গলায়। আনন্দধারা ও কন্ত ধারা দুটি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তাই বাজার যেতে বলছে।'

পরিবর্তন করে তাহলে কিভাবে

রেজাল্ট বেরোতেই নতুন লক্ষ্য স্থির হল সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি হওয়ার।ইতিমধ্যেই আমার জীবনে তমালির প্রবেশ, তাই আবার ডারউইন সাহেবের থিওরি মেনে পরিবর্তিত করলাম আমার লক্ষ্য। এখন আমার প্রধান লক্ষ্য যে করেই হোক তমালীকে নিজের ঘরে আনা, মানে বিয়ে করা। কিন্তু ওর ওই অমানবিক বাবা মা-র দৌলতে সেই লক্ষ্য প্রায় ভ্রম্ভ হতে চলেছিল। তাই এই অভিনয় করা, এখন আমি সাফল্যের দোরগোড়ায়, তাই ভাবছে পরবর্তী লক্ষ্য অভিনেতা হওয়া, স্থির করব কি না! এমন সময় তমালির বাবা ক্ষ্যাপা যাঁড়ের মতো দৌড়ে এসে সেইচাব সদ্ধ আয়াকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। অভিনয় গেল রসাতলে, আমি পড়ে গিয়ে হতভম্ব হয়ে চোখ মেলে উঠে বসে পড়লাম। দেখলাম আমার সদ্য কিশোরী কন্যা 'তমা' আমাকে ঠেলছে আর বলছে 'বাবা ওঠো, আর কতো ঘুমাবে, অনেক বেলা

হয়ে গেছে, মা অনেকক্ষণ ধরে

আমি ডারউইনের থিওরিকেই

মেনে চলি।

আজকের বাচ্চারা

।। শান্তনু গুড়িয়া।।

তোমরা কি গরু নারি গাগা নাকি হাঁদা রে ? খুট খাট মোবাইলে আলোতে কি অঁখারে !

তাতে কেন মা-বাবারা শুৰু মুদু চেঁচাৰে, মিছিমিছি আমাদের দাঁত দিয়ে খোঁচারে ?

সেলফিতে কী যে মজা সেটা যদি জানতে, সেজেগুজে রোজ রোজ ছবি তুলে আনতে

আজকের বাচ্চারা কত কিছু শিখছে, তাই দেখে শান্তন ছড়াখানি লিখছে।

হার-জিত

।। শ্যামাচরণ কর্মকার।।

চলার পথে লড়াই আছে আর আছে হার-জিত হার সানে নয় তেত্তে পড়া হার গড়ে দেয় ভিত

হেরে যাওয়ার কারণটা কী থ দেখতে হবে খুঁজে হারটা থেকে শিক্ষা নিলেই জিতবেই চোখ বুজে ৷

হার মানে নয় হতাশ হওয়া হার মানে ব্যর্থতা হেরে গেলেই সব কিছু শেষ ভারৰ না এ-কথা।

সবসময়ে যায় না জেতা আসবে পরাজয় একই রকম চলবে জীবন এমনটা কি হয় ?

জেতা-হারা, জয়-পরাজয় থাকরে পাশাপাশি সফলতায়, বিফলতায় রাখৰ মুখে ছানি।

শত হারেও ভাঙর না তো রাখর মনের জোর তবেই হারের আঁধার সরে আসৰে জয়ের ভোর।

পাড়ার ক্রিকেট

।। প্রদীপ্ত সামন্ত।।



দেওয়াল গায়ে উইকেট অঁক কিংবা ইটের থাক বাঁশের খুঁটি বা তিনটে লাঠি অভিট করার তাক।

পাড়ার মারো উঠোন গলি চড়া, চামের মঠি হাত সুরিয়ে বল পিটিয়ে ক্রিকেট খেলার পাঠ।

নিয়ম কানুন ধার নিলেও বানাই নিজেরা সুরই, ঝগড়া ঝাঁটি হড়কোমেতেই পাল্টে যায় রব'ই।

ব্যাট করে আর ব্যাট দেব না চলতি না বলা রীতি, লাগলে বল শীতের দিনে রয়েই যাবে ভীতি।

জুমাছে দারুপ দুইরেল্যাতেই চলেছে পাড়ায় জিকেট, আম্পায়ারিং নিজের দলের ম্যাচ নিয়েও নানান বেট।

।। অরিজিৎ দাস।।



গোপন কথা গোপন রাখা এটা সাচেছতাই, তাইতো আমি গোপন কথা ফাঁস করতে চাই !

আসলে কি এক পাগলের সঙ্গে হল দেখা, তার থেকে ভাই আবোল তারোল পাগলামিটা পেখা।

গোপন রেখে, খুর গোপনে পাগলামিটা সারি আসলে সে সত্যি পাগল তার মত কি পারি !

পাগল বলেই তার মধ্যে নেইকো কোনো বেশ্ব যুমের মধ্যে হাত - পা ছুঁড়ে নেয় সে প্রতিশোধ্য

+

CMYK

মালাবতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট ছোটদের রাজ্য

ফাইনালে উঠলো পানিসাগর



ক্রীড়া প্রতিনিধি ধর্মনগর,২৪ মার্চ ফাইনালে উঠলো পানিসাগর। রাজ্য রণজি দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার রজত দে-র হাত ধরে। আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পানিসাগর ৮ উইকেটে পরাজিত করে এন এস সরণীকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মালাবতি প্রথম ডিভিশন ম্যাচটি ২৬ মার্চ হবে।

স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুক্রবার একতরফা খেলে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নেয় পানিসাগর। দলের শক্তি বাড়াতে এদিন রাজত কে দলে নেয় পানিসাগরের কর্তারা। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে এন এস সরণী ১১৯ রান করে। দলকে শতরানের গভি পার করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন দেবপ্রসাদ সিনহা। দল যখন খাদের কিনারায় তখনই ২২ গজে ব্যাট হাতে রুখে দাড়ান দেবপ্রসাদ। করেন ৫২ রান। ওই রান করতে ৯২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউভারি মারেন দেবপ্রসাদ। পানিসাগরের পক্ষে মুনা (৪/২১) এবং জয় পাল (৩/২৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে পানিসাগর ২৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রাণু দাস ৭১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ এবং রজত দে ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউভারি ও ২ টি ওভার বাউভারির সাহায্যে ৩৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন রজত। এদিকে বৃষ্টির জন্য ও পি সি এবং সেন্ট্রাল রোড ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের

ডেভিড ওয়ার্নার দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েই "ঝুকেগা নেহি" অবতারে! আইপিএলে ট্রাম্প কার্ড বাছলেন ওয়াটসন

(সংবাদ সংস্থা): ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলেই দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে যোগ দিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঋষভ পস্থের অনুপস্থিতিতে ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করানো ওয়ার্নারকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ওয়ার্নার এবারের আইপিএলে অনেক কিছু প্রমাণ করতে চাইবেন বলে বিশ্বাস দিল্লি ক্যাপিটালস সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনের। ওয়ার্নারে আস্থা আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল কিংবা অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়া দলে নিজের জায়গা ধরে রাখতে ওয়ার্নার নিশ্চিতভাবে আইপিএলে সাফল্য পেতে চাইবেন। ভারতে টেস্ট সিরিজে ছন্দে ছিলেন না। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিকেও বড় রান পাননি। তবুও তাঁর উপর যে দিল্লি ক্যাপিটালস বড় ভরসা রাখছে এবং ওয়ার্নারও অনেক কিছু প্রমাণ করতে চাইবেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন ওয়াটসন। স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেন, আইপিএলে ওয়ার্নার অনেক রান



করেছেন। ওপেন করতে নেমে তিনি যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেন তা গুরুত্বপূর্ণ ৷ক্যাপিটালসের শক্তি ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে সর্বাধিক রান করে সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মিচেল মার্শ। ওয়াটসন মনে করেন, মিচেল মার্শও এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইপিএলে সফল হবেন। ব্যাট হাতে একা ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন। ফলে তাঁর ব্যাটিং দিল্লির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে চেতন সাকারিয়া ও স্পিনারদের মধ্যে কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ওয়াটু। মাঝের ওভারগুলিতে এই দুই বিশ্বমানের স্পিনার যেমন উইকেট তুলে নিতে পারেন, তেমনই রান আটকাতেও দক্ষ।

উয়েফা ইউরোর বাছাইপর্বে রোনাল্ডোর জোড়া গোল ৪-০ তে জয়ী পর্তুগাল

কাপের বাছাইপর্বের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন পর্তুগিজ তিনি ১৭৬টি ম্যাচ খেলেছেন। মহাতারকা। প্রথম গোলটি করছেন পেনাল্টি থেকে, আর দ্বিতীয় গোলটি দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে। পাঁচ বারের ব্যালন ডি"অর জয়ীর

লিসবনে গতরাতে জোয়াও মিনিটেই এগিয়ে যায় পর্তুগাল। প্রথমার্ধে এই লীড ধরে রেখেই সিলভা গোল করে পর্তুগালকে

লিসবন, ২৪ মার্চ (হি.স.) : নতুন আরও এগিয়ে দেন। এরপর জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো। ৫১ মিনিটে কোচ রবার্টো মার্টিনেজের অধীনে প্রথম গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে। এরপর ডি বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শুরু করলো পর্তু গাল। ফ্রি-কিকে বুলেট গতির শটে লিচেনস্টাইনের গোলকিপারকে পর্যুদন্ত লিচেনস্টাইনকে ৪-০ গোলে করেন তিনি। এদিন আন্তর্জাতিক ফুটবলে বড় এক নজির গড়লেন ধরাশায়ী করে ইউরো ২০২৪ -এর 🏻 ক্রিশ্চিয়ানো। লিচেনস্টাইনের বিরুদ্ধে নামার সাথে সাথেই আন্তর্জাতিক বাছাইপর্বের অভিযান শুরু করেছে যুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন তিনি। রোনাল্ডো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। দেশের পর্তুগালের হয়ে ১৯৭ ম্যাচ খেলেছেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে জার্সিতে ফের গোল করলেন রয়েছেন কুয়েতের বাদের আল মুতাওয়াও ১৯৬ টি ম্যাচ খেলেছেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মালয়েশিয়ার সো চিন আন। তিনি ১৯৫টি ম্যাচ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইউরো খেলেছেন। স্পেনের হয়ে ১৮০টি ম্যাচ খেলা সের্জিও রামোস চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন ইতালির জিয়ানলুইজি বুফন।

জিরানীয়ার দল ঘোষিত

আন্তর্জাতিক গোলসংখ্যা এখন ক্রীড়া প্রতিনিধি জিরানীয়া,২৪ মার্চ উদ্বোধনী দিনে মহকুমার প্রতিপক্ষ অমরপুর মহকুমা। সোনামুড়ার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে হবে ম্যাচটি। ২৫ মার্চ। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ২৮ মার্চ কৈলাসহর, ২৯ ক্যান্সেলোর গোলে ম্যাচের ৮ মার্চ অমরপুর এবং ১ এপ্রিল গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে সদর 'বি'-র বিরুদ্ধে। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ১৪ সদস্যের মহকুমার দল ঘোষনা করেন সচিব শিবায়ন দাস। ঘোষিত দল: করণ দেব,রাজদীপ দ্বিতীয়ার্ধে নামে স্থাগতিকরা। সাহা, অয়েশ সাহা, অভিরূপ দাস, সম্রাট চৌধুরি, এসব চক্রবর্তী,মনোজিৎ দ্বিতীয়ার্ধের ৪৭ মিনিটে বার্নাডোঁ সরকার, ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী, সান চক্রবর্তী, রাজেশ দাস, দেবব্রত পাল, পৃথ্বিরাজ দেব, রাজীব পাল এবং দীপ্তনীল দাস।

ক্রীড়া প্রতিনিধি উদ্বোধনী দিনে হবে দুটি ম্যাচ। বিকেল ৩ টায় প্রথম ম্যাচে এ ডি নগর স্কুল খেলবে মনফোর্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে এবং বিকেল ৪ টায় দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে কামলঘাট স্কুল এবং বি ভি ভবন। আন্ত: স্কুল অনূর্ধ-১৯ ভলিবল প্রতিযোগিতায় ৷ আজ থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ভলিবল কোটে শুরু হবে দুদিন ব্যাপী আসর।রাজ্য ভলিবল সংস্থার উদ্যোগে। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৮ দল। ২৬ মার্চ সকালেই দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল এবং দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে। ফাইনাল হবে বিকেল ৩ টায়। প্রতিটি ম্যাচ ৩ সেটের হলেও ফাইনাল ম্যাচ হবে ৫ সেটের। মূলত স্কুল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বের করে আনার লক্ষ্যেই রাজ্য সংস্থার ওই উদ্যোগ বলে জানালেন কার্যকরি সচিব চন্দন সেন।

ক্রীড়া প্রতিনিধি রাজ্য অনুর্ধ-১৩ ক্রিকেট শুরু আজ থেকে। উদ্বোধনী দিনে হবে ৮ টি ম্যাচ। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে সদর 'এ' খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে, নিপকো মাঠে খোয়াই মহকুমা খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে,অমরপুরের চন্ডিবাড়ি স্কুল মাঠে উদয়পুর খেলবে শান্তিরবাজারের বিরুদ্ধে, রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে সাব্রুম খেলবে সোনামুড়ার বিরুদ্ধে,বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া স্কুল মাঠে সদর 'বি' খেলবে কৈলাসহরের বিরুদ্ধে, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে জিরানীয়া খেলবে আমবাসার বিরুদ্ধে, কৈলাসহরের আর কে আই মাঠে ধর্মনগর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে লংতরাইভ্যালি খেলবে গভাছড়ার বিরুদ্ধে। আসরে ভালো ফলাফল করতে সবকটি দলই জোড় প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। এদিকে বর্ষার মরশুম প্রায় শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে উত্তর জেলায় বৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ওই অবস্থায় রাজ্য আসর কত্টুকু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

ক্রকেট শুরু আজ

তবে সবকটি মাঠের কর্তারা তাদের মাঠকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি তিনদিনব্যাপী আমন্ত্রণমূলক প্রাইজমানি কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু ৩ এপ্রিল থেকে। এগিয়ে চলো সঙ্ঘের উদ্যোগে হবে আসর। তাতে অসম এবং মনিপুরের পুরুষ বিভাগের দল অংশ নিচ্ছে। যতটুকু খবর, আসরে পুরুষ বিভাগে ৮ টি এবং মহিলা বিভাগে অংশ নিচ্ছে ৪ দল।পুরুষ বিভাগের সেরা দল পাবে ২০ হাজার টাকা। এছাড়াও থাকবে আকর্ষনীয় পুরস্কার।

কোনও রকম কৃপনতা করেননি।

মার্চ ঘোষিত হলো মহকুমার দল। ২৬ মার্চ নিজেদের প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া খেলবে সদর 'এ' দলের বিরুদ্ধে। এছাড়া আসরে ২৮ মার্চ বিশালগড়, ২৯ মার্চ খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি তেলিয়ামুড়া,২৪ মহকুমা। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব নন্দন রায়। মহকুমার দশমীঘাট মাঠে পার্থ প্রতীম ভট্টাচার্যর তত্বাবধানে জোড় কদমে হয়েছে প্রস্তুতি। এবং ১ এপ্রিল মোহনপুর মহকুমার সংস্থার সচিব আশা করেন আসরে বিরুদ্ধে খেলবে তেলিয়ামুড়া ভালো খেলবে ছেলেরা। ঘোষিত

দল: পরিতোষ কলই, অনপ রায়. দেবার্পন ভট্টাচার্য, মোহিত শীল, বিজয় রুদ্র পাল, তানিক্স সাহা, দ্বীপতনু দাস, শায়ন রায়,দ্বীপতনু মালাকার, আদিত্য দেবনাথ, পৃথ্বিরাজ গোপস সুজিত দাস, ওম মোদক, শুভ্রদীপ দেবনাথ এবং

প্রেসক্লাবে স্পোর্টস এন্ড গেমস আজ দাবা, কাল ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা রঞ্জি অধিনায়ক তথা প্রাক্তন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক প্রেসক্লাব আয়োজিত 'গেমস এন্ড ক্রিকেটার রাজীব দেববর্মা।এদিকে ঘোষ, কনভেনর অভিষেক দে স্পোর্টস ফেস্ট -"২৩ চলছে জোরকদমে। আগামী ২৬ মার্চ, রবিবার, আস্তাবলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে মহিলা সাংবাদিক ও ত্রিপুরা ক্রিকেট মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন রাজ্যের অন্যতম প্রেসক্লাবের

আগামীকাল আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্রিকেট সহযোগিতায় থাকবে মেট্রিক্স চেস প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী ৪০ একাডেমি। অংশগ্রহণেচছু বেলা এগারোটার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে

প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা সদস্য - সদস্যাদের ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক জন ক্রিকেটার সাংবাদিককে চারটি সাংবাদিক খেলোয়াড় অর্থাৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন দলে ভাগ করে নকআউট প্রথায় নির্দিষ্ট সময়ে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। এছাড়া করেছেন, তাদের প্রত্যেককে ঠিক প্রতিযোগিতার পর ক্রমান্বয়ে ক্রিকেট, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং নতুন সংযোজন জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সচিব রমাকান্ত দে এক স্পোর্ট স বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

প্রীতি ম্যাচে জয়ী আর্জেন্টিনা, ৮০০ গোলের নয়া মাইল ফলক গড়লেন মেসি



বুয়েনস আইরেস, ২৪ মার্চ (হি.স.): কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় যার হাত ধরে হয়েছিল, সেই লিওনেল মেসি এবার নতুন রেকর্ড গড়লেন। এই মুহুর্তে লিওনেল মেসির ঝুলিতে ৮০০ গোল। জানা গিয়েছে, পানামার বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচে মেসি ৮০০র মাইল ফলকে পৌঁছে যান। আর্জেন্টিনা ২-০

ব্যবধানে যেতে। ম্যাচ শুরুর ৮৯ মিনিটের মাথায় মেসি গোল দেন ফ্রি কিক থেকে। ফুটবল জীবনে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে মেসি তার ৮০০ গোল সম্পন্ন করলেন। প্রসঙ্গত, গত শনিবার ফরাসি नीरा नार्डराय विवःरा পিএসজির হয়ে মেসি ৭৯৯ তম গোলটি করেন। মেসির সামনে

এই মুহূর্তে রয়েছেন ফুটবলার

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মেসির গোলসংখ্যার এই পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি এভ স্ট্যাটিসটিকা অনুযায়ী। আপাতত বিশ্বের সর্বেচ্চি গোলদাতা হিসেবে মেসির নাম ফুটবল ইতিহাসে কবে উঠবে, সেই অপেক্ষায় আপামর ফুটবলপ্রেমী জনতারা।

নকআউট ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ কসমোপলিটন-ফ্রেন্ডস. স্ফুলিঙ্গ-সংহতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। আয়োজক, আম্পায়ার, খেলোয়াড়, এমনকি ক্লাব কর্মকর্তারাও এখন তাকিয়ে আকাশের দিকে। কোন কোন ওয়েদার অ্যাপ-এ বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাচ্ছে, আবার অনেকের ভবিষ্যৎবাণীতে নির্মল আকাশের সংকেত। এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর বিরুদ্ধে। একই সময়ে নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ লড়বে সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে। লক্ষ্য একটাই, জয়ী হয়ে নকআউট ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছানো। ক্রিকেট মহলের অনুমান লীগের দুই ফাইনালিস্ট ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফুলিঙ্গ-ই নক আউট ক্রিকেটের ফাইনালেও পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তবে অপর দুটো দল কসমোপলিটন এবং সংহতিও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। গতবারের নকআউট চ্যাম্পিয়ন বলে কথা। সেমিফাইনালের খেলা দেখে মনে হচ্ছে কসমোপলিটনও খেতাবের দাবিদার। তবে এখন সকলেই তাকিয়ে দুই মাঠের খেলা এবং ফলাফলের দিকে।

ভারতের মাটিতে পা রাখলেন বেন স্টোকস, উচ্ছুসিত সিএসকে সমর্থকরা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : আইপিএলে খেলতে শুক্রবার ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। টুইটারে ছবি পোস্ট করে ভারতে আসার কথা নিজেই ঘোষণা করেছেন এই অলরাউন্ডার। চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি পরে খেলতে যে তিনি প্রস্তুত, তারও আগাম ইঙ্গিত দিলেন স্টোকস।

সিএসকে ১৬.২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে কিনেছে বেন স্টোকসকে। আইপিএলে সবচেয়ে বেশি নজর থাকছে তাঁর উপরেই। ২০১৭ সালে তাঁকে ১৪ কোটিতে কিনেছিল পুনে সুপার জায়েন্ট। ৩১ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে নামছে সিএসকে। প্রতিপক্ষ দল গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত টাইটান্স। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে খেলা হবে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচটি।

আইপিএলের ইতিহাসে ৪৩টি ম্যাচ খেলেছেন স্টোক্স। ব্যাটার হিসেবে দুটো শতরান এবং দুটো অর্ধশতরান মিলিয়ে মোট ৯২০ রান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। বোলার হিসেবে রয়েছে ২৮টি উইকেট।

মোসর সঙ্গে ল্যাকয়ে ছাব গ্রেফতার ভক্ত

বুয়েনস আইরেস, ২৪ মার্চ (হি.স.): কাতার বিশ্বকাপ জেতার পর প্রথমবারের মতো দেশের জার্সিতে খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। পানামার বিপক্ষে ম্যাচটি ২-০ ব্যবধানে জিতে স্মরণীয়ও করে রেখেছে তারা।কিন্তু এরইমধ্যে ঘটে গেলো এক বিব্রতকর ঘটনা। মেসির সঙ্গে লুকিয়ে ছবি তুলতে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গ্রেফতার হলেন এক ভক্ত। জানা গেছে. পানামার বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই আর্জেন্টিনা দলের এক পাগলা সমর্থক লুকিয়ে লিওনেল মেসি—দি মারিয়াদের ড্রেসিংরুমে ঢুকেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিলো মেসির সঙ্গে ছবি তোলা। পরে ছবি তুলতে পেরেছেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে। তবে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ভক্তকে। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মেসিদের জন্য বিভিন্ন জিনিস পরবহনের কাজে নিয়োজিত ট্রাকের ভেতর লুকিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেছেন ওই ভক্ত। স্টেডিয়ামে পরিবহনের কাজে নিযুক্ত একটি সাপ্লাই প্রতিষ্ঠানের ট্রাক সেটি। স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেই সুযোগ বুঝে ড্রেসিংরুমে পা বাড়ান তিনি। আর্জেন্টাইন এক টিভি চ্যানেলের উপস্থাপক জানিয়েছেন, ওই ভক্ত ড্রেসিংরুমে প্রবেশও করে ফেলেছিলেন।

ভারত খেললেও পাকিস্তানের মাটিতেই হবে এশিয়া কাপ! অভিনব উপায় আবিষ্কার

মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০২৩ সালে আয়োজিত হতে চলা এশিয়া কাপ সত্যিই কি পাকিস্তানের মাটিতেই আয়োজিত হবে! গত বছরে এসিসি এবং বিসিসিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত অমিত শাহ পুত্র জয় শাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের দায়িত্ব নেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডই , কিন্তু তাদের দায়িত্বে অন্য কোনও দেশে যেখানে ভারতীয় দলের যেতে কোনও সমস্যা থাকবে না তেমন জায়গায় আয়োজিত হবে মূল টুর্নামেন্টটি। এই কথার মারাত্মক প্রতিবাদ জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীরা ভারত যদি পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপ খেলতে না যায় তাহলে পাকিস্তান ও ভারতের মাটিতে আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না এমনটা দাবি করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই দাবির সাথে একমত পোষন করেছিলেন। যদিও বাস্তবে তেমনটা আদৌ সম্ভব কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন ছিলই।এবার এক অভিনব উপায়ে সামনে আনা হলো পাকিস্তানে টুর্নামেন্ট আয়োজন করেও ভারত যাতে সেখানে অংশ নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করার। শোনা যাচ্ছে যে বাকি টুর্নামেন্ট যেমন স্বাভাবিকভাবে আয়োজিত হওয়ার তেমন হবেই আয়োজিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে। শুধুমাত্র ভারতের ম্যাচগুলি অন্য কোনও ভেন্যুতে আয়োজিত হবে। যদিও সেই অন্য জায়গা এই সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, শ্রীলঙ্কা নাকি ওমান সেটা এখনো নির্ণয় করা হয়নি।





CMYK

TRIPURA BHABISHYAT, FRIDAY, 24th MARCH, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, শুক্রবার, ২৪ মার্চ, ২০২৩ ইং, ৯ চৈত্র, ১৪২৯ বাং



নেশা বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৫

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :</mark> নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আবারও বড ধরনের সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। আগরতলা শহর এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণ নেশা জাতীয় সামগ্রী এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান আরো জোরদার করেছে পুলিশ। আটক ৪ নেশা কারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গতকাল রাতেই আরো এক নেশা কারবারিকে জালে তুলেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ ইয়াবার ট্যাবলেট একটি পিস্তল এবং তাজা কার্তুজ সহ আপত্তিকর জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় দাস জানান গতকাল চারজন নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও এক নেশা কারবারিকে রামঠাকুর সংঘ এলাকা থেকে আটক করা হয়। তার নাম সানি সাহা। জিজ্ঞাসাবাদে সে আরও এক ব্যক্তির নাম পুলিশকে জানায়। সে অনুযায়ী ওই বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ গতকাল রাতেই ১৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট একটি পিস্তল ২ রাউন্ড তাজা কার্তুজ একটি আরটিকা গাড়ি বাজার করা হয়েছে। অবশ্য বাড়ির মালিককে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। তাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ অবশ্য ওই বাড়ির মালিকের নাম প্রকাশ্যে আসেন আনেনি। তাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহতরয়েছে। সদরের মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক। অজয় দাস জানিয়েছেন আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় যারা নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে আটক করে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।। রাজ্য সরকার নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই পুলিশ এ ধরনের

তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে বলেও জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

ভবিষাৎ প্রতিনিধি : গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও আজ বিশ্ব যক্ষা নিবারণ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক সংগঠিত করা হয়। ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষা নিবারণ দিবস। সারা বিশ্বেই দিবসটির পালিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যেও সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। সুপ্রভাত রামঠাকুর সংঘ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রক্ষা নিবারণ দিবস উপলক্ষে এক সচেতনতা মূলক রেলি শুরু হয়। রেলিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাঁড়াও রেলিতে বিশিষ্টদের মধ্যে অংশ নেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা। রেলিতে অংশ নিয়ে আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে যক্ষা দূর করার জন্য ভারত সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের এই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই সারা দেশে সচেতনতামূলক রিয়েলি সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: গভীর রাতে কৈলাসহর শহরের গোবিন্দপুর এলাকায় কে বা কারা বোমার মতো বাজি ফাটানোয় গোটা শহর এলাকায় তীব্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কৈলাসহর পুর পরিষদের বনেদী এলাকা ।২(স(ব পারাচত গো।বন্দপুর এলাকা।৮। গো।বন্দপুর এলাকার স্থায়া বা।সন্দা প্রদীপ সিনহা জানান যে, প্রতিদিনের মতো গতকালও রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ উনি সহ উনার ঘরের সবাই ঘুমিয়ে যান। গভীর রাতে আনুমানিক একটা নাগাদ উনার বাড়ির সীমানার পাশে বোমা ফোটার মতো বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে প্রদীপ সিনহা সহ উনার বাড়ির সবাই জেগে উঠেন। ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন উনার বাড়ির সীমানার টিনের বেডা আগুনে জ্বলছে। আগুন দেখামাত্রই দুই ভাই বাড়ির জলের টেংকি থেকে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দেয়। প্রদীপ সিনহা জানান যে, প্রথমে উনারা ভেবেছিলেন এটা বোমা হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখতে পান যে, চারটি বাজি একসাথে বেধে ধূপকাটি জ্বালিয়ে কে বা কাহার সীমানার পাশে মাটিতে এবং সীমানার পাশে ফুল গাছে আরেকটি বেধে রেখেছিলো। তবে, সীমানার পাশে মাটিতে রাখা বাজিগুলো ফাটলেও ফুল গাছে বাধা বাজিগুলো ফাটে নি এবং আগুন লাগার পর জল ঢালায় সেই বাজিগুলো নম্ভ হয়ে যায়। তবে, বাজিগুলো ফাটার পর সীমানার টিনের বেড়ার আগুন সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে বড় ধরনের অগ্নি সংযোগ হয়ে যেত। কারন, প্রদীপ সিনহা সহ গোটা গোবিন্দপুর এলাকাটি ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা। প্রদীপ সিনহা সকালে এব্যাপারে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন বলেও জানান।

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :</mark> রাবার ডাল কাটার প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত এক ব্যক্তি । ঘটনা রাধা কিশোর পুর থানাধীন পিএা ফাঁড়ির অন্তর্গত রাজনগর বড়টিলা এন এন কলোনি এলাকায় রোবার গাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝামেলা বাধে ৷ঘটনা রাধা কিশোর পুর থানাধীন পিএা ফাঁড়ী অন্তর্গত রাজনগর বড়টিলা এন এন কলোনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে কামাল হোসেন নামে এক ব্যক্তি জুষণ আলীর রাবার গাছের ডাল কেটে ফেলে না জানিয়ে।পরবর্তী সময় জুষণ আলী তার রাবার বাগানে গিয়ে দেখতে পায় রাবার গাছের ডাল কেটে ফেলছে কামাল হোসেন। রাবার গাছের ডাল কাটার প্রতিবাদ করায় জ্বষণ আলীর উপর এলোপাথাড়ি কিল কুষি লাথি মারতে থাকে কামাল হোসেন। কামাল হোসেনের আক্রমণের হাত ধরে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণ হাতে নিয়ে নিজ বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন জুষণ আলী।পরে পরিবারের লোকজনরা জুষণ আলীকে প্রথমে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া পর বাড়িতে চলে যায়। বাড়িতে যাওয়া পর জুষণ আলীর অবস্থা অবনতি দেখে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে।



সুরেশ চন্দ্র দেবনাথের প্রয়াসে শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে অন্তিম প্রশান্তিকা নামে একটি কাব্য গ্রন্থ। সুরজিৎ স্মৃতি নীলাকান্ত গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে এই বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকার সম্পাদিকা চন্দ্রা রায়, কবি নকুল রায় প্রমুখ। বইয়ের উপর মনোজ্ঞ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: জীবনের কঠিন লডাইয়ের মুখে প্রজ্ঞামণি দাস। অনাথ শিশুটির এক করুন কাহিনী উঠে আসলো গোমতী জেলার উদয়পুর পশ্চিম থেকে।প্রজ্ঞামণি দাস বয়স নয় বছর। পিতৃমাতৃহীন এই অনাথ শিশুটির এক করুন কাহিনী উঠে আসলো গোমতী জেলার উদয়পুর পশ্চিম খিলপাডা এলাকা থেকে।নয় বছরের এই শিশুটি এখনো পর্যন্ত কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি, যদি সে ঠিক সময় ভর্তি হতো তাহলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত কিন্তু এখনো শিশুটি স্কুলের বেঞ্চে বসে নিজের স্থ্রপুরণের মুখোমুখি হতে পারছে না এমনকি বন্ধুদের সাথে খেলার মাঠে খেলতে পারছে না।

মা-বাবাকে হারিয়েছে, তার জন্মের প্রমাণপত্র সঠিক সময়ে বের হবে, আর সেই অজুহাত দেখিয়ে কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করাচ্ছেনা। অসহত্তের সমস্ত বাধা টপকে শিশুটি পড়তে চাইছে, নিজের বাবা মাকে শৈশবেই হারিয়েছে। কিন্তু তবু প্রজ্ঞার প্রান জুড়ে শুধুই পডাশুনার তাগিদ। নিজের জেঠ এবং জেঠিমার কাছে একটু একটু করে বড় হচ্ছে প্রজ্ঞা। তারাও চাইছে ছোট্ট প্ৰজ্ঞা পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠুক। কিন্তু শিশুটির পড়াশোনার ক্ষেত্রে বড বাধা হয়ে দাঁডিয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনা। বাবা প্রণব দাস এবং মা মন্ত্রী দাস প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাদের ছোট্ট প্রজ্ঞামণি দাস এখনো বাবা-মাকে মত সেও মা বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ভাগ্য সেটা হতে দেয়নি। উদয়পুরের পশ্চিম খিলপাডার এই ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচিত হচ্ছে। সরকারি খাতায় নাম না তুলেও জেঠু এবং জেঠিমার কাছে পড়াশোনা করছে প্রজ্ঞা। এক শিক্ষা অধিকর্তা তিকিমুলের উদয়পুরের শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সচেতন করেন। প্রজ্ঞার মা-বাবার মৃত্যুর পর বিকাল গার্জিয়ান জেঠু এবং জেঠিমা থাকা সত্তেও সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না। উদয়পুরের রমেশ স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কল সহ বেশ কয়েকটি স্কুল শিশুটির ভর্তি নিয়ে নানান তালবাহানা আসছে ৷শিশুটির সেই দুঃসময়ের সংবাদ যায় রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও

খুঁজে বেড়ায়। আর পাঁচটি শিশুর

পেয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের সদস্য শর্মিলা চৌধুরী ছুটে যান উদয়পুর পশ্চিম খিলপাডা স্থিত প্রজ্ঞার জেঠুর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে শিশুটির জেঠু এবং জেঠিমার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবাৰ্তা বলে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী জানিয়েছেন এটি একটি নিত্যান্তই হৃদয়বিদারক ঘটনা, সব শিশুরই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার অধিকার রয়েছে। আর তাই শিশুটি যাতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করে তার স্বপ্ন পুরণে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।

আর ছাগল ডাক্তার হচ্ছেন কুকুর এই হচ্ছে হাতির মাথা জনজাতির হাসপাতাল। অথচ গণ্ডাছাড়া হাসপাতালের মতনই সমস্ত অধিকার কমিশনের কাছে। খবর সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে নিচ্ছেন। ডাক্তার গভাছড়া থেকে বেলা দশটার সময় খুলা হয়",নতুবা না।আর না হয় সারাদিন হাসপাতালটি খোলা হয় না সারাদিনই বন্ধ থাকেএই হসপিটাল। আছে জগবন্ধুপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মোটামুটি ভালই আছে কিন্তু ডাক্তারের সংকট জনজাতি হাসপাতাল গভাছড়া। মহকুমা থেকে ৭ কিলোমিটার দূর গভাছড়া মহকুমার হাসপাতাল। কি মহাকুমার। প্রায় ৬০ দশকের আগের এই হাসপাতাল। ২৫ বছর বাম সরকার শাসন করেছেন হাসপাতালটির রক্ষণাবেক্ষণের কোন নাম গন্ধ নেই। বৰ্তমান সরকার পাঁচ বৎসর ১৮থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন

যোগে গভাছডা বাঁশি তিন নিজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখেছেন ১৪ মাসের জন্য ছিলে সুদীপ রায় বর্মন "। স্বাস্য মন্ত্রী হয়েছিলেন বিপ্লব কুমার দেব শাসন করেছেন তার পর কিছু দিনের জন্য ডক্টর সাহা। আমরা

দেখেছি কিন্তু রাইমা বাসির কথা তাদের মন নেই। গভাছড়া হাসপাতালটি যেমবেহাল দশা বর্তমান সরকারের এমপি এমডিসি ও জানতেন।

অদিকাংশ জুম চাষ রেগার কাজ

গভাছডা মহকুমার প্রায় ৭০হাজার

৫০সিষ্টি বিশিষ্ট মহকুমার

ভিলেজের আছে একটি স্বাস্য

কেন্দ্র।বাম আমলে আধুনিক

হাসপাতাল বলে জনজাতিকে

উপহার দিয়েছিলেন। আধুনিকতার

নাম গন্ধ নেই। চিকিৎসা হচ্ছে গরু

হাসপাতাল।

হাতিরমাথা

তিন তিনজন ত্রিপুরা স্বাস্য্যমন্ত্রী

কিন্তু গভাছাড়া হাসপাতালের যে বেহাল দশা একটিবারও দেখার প্রয়োজন মনে করেননি। ছাদ ভেঙ্গে পড়ছে চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের উপর ভয়ে আতঙ্কিত চিকিৎসক এবং নার্স সেরা কখন ছাদ ভেঙ্গে তাদের উপর পরে এইনিয়ে আতঙ্কিত তারা। কখনো ছাদ ঘষে শুয়ে থাকো অসুস্থ রোগীদের উপর পরে নেই দরজা জানালা বালিশ কস্বল রুগিরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছেন। নেই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শিশু ডাক্তার গেয়ানো ডাক্তার দাঁতের ডাক্তার। তার জন্য যেতে হয় সুদূর আগরতলা চিকিৎসা করার জন্য গভাছাড়া বাঁশি অতি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী। তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে আগরতলা কিংবা উদয়পুর গিয়ে চিকিৎসা করার মতো। টেকে পয়সা নেই যে আগরতলায় গিয়ে চিকিৎসা করাবে। হয়তো বলে কি বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করাবে।আর বসে থাকেন ভগবানের উপর ভরসা করে। ডাক্তার না দেখালে ভগবান তো রোগ সারাবে না। বাধ্য হয়ে চিকিৎসা না করি আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ধরে পড়েন।

তাই ৭০ হাজার জাতি জনজাতি মাননীয় বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যাতে উনার সফর কালে গভাছাড়া মহকুমার হাসপাতালের কথা মনে রাখেন। গভাছাড়া বাসিরে এইটুকু আবেদন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্যমন্ত্রীর

ছোটবেলায় এই শিশুটি

অনুযায়ী তিনি নিজের দায়িত্ব রক্ষার্থে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পালন করবেন। সরকার যেন

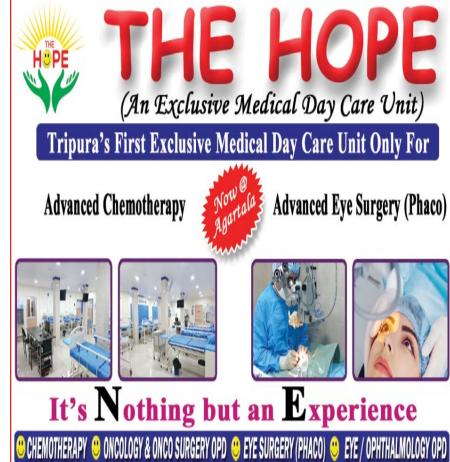
ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: জনকল্যাণে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে বিরোধীদল যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার প্রথম বারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একথা বলেন বিরোধী দল অনিমেষ দেববর্মা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব অনেক। সামর্থ

জনস্বার্থে কাজ করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কাজ করবেন। রাজ্য সরকার যেন সঠিক ভাবে জনগণের জন্য কাজ করে, সরকারকে সেই দিকে রাখার চেষ্টা করবেন। একা সবকিছু করা সম্ভব নয়। বিরোধী বেঞ্চে থাকা কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তিপ্রা মথা দলের বিধায়কদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। মানুষের স্বার্থ লড়াই করবেন। প্রশ্ন করা বিরোধীদের অধিকার। প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিধানসভার নিয়ম মেনে জনস্বার্থের বিষয় গুলিকে বিধানসভায় উত্থাপন করতে হবে বিধায়কদের। অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ ভাবে বিরোধীদের আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করলে সবগুলি বিষয় বিধানসভায় উত্থাপন করা হবে বলেও জানান তিনি।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : আই টি টি জ্যাম পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এ রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করল একেবারে হতদরিদ্র পরিবারের বিশ্বজিৎ। প্যারালাইসড রোগী মা বিড়ি শ্রমিকের কাজ করে প্রতিপালন করছেন সংসার অদম্য ইচ্ছা শক্তি থাকলে দারিদ্রতাকেও হার মানানো যায় ঠিক এমনই একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ মিলল বিশালগড বিধানসভার তেবাড়িয়া এলাকায়। এত দরিদ্রতার মাঝেও বিশ্বজিৎ দেবনাথ নিজের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অন্যান্য ছাত্রদের মতো প্রাইভেট টিউশনে না গিয়ে ঘরে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে পড়াশোনা

করে আজ এই পর্যন্ত এসে দাঁডিয়েছে। তার বাবা ললিত দেবনাথ একজন কৃষক ছিলেন গত দুই মাস আগে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশাযয়ী। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ছিল ললিত দেবনাথ এর উপর কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় দিশাহীন হয়ে বিশ্বজিতের মা মনিকা দেবনাথ বিড়ি শ্রমিকের কাজ করে স্বামীর দেখাশোনা সহ ছেলে বিশ্বজিৎ এবং এক মেয়ের লেখাপডার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিশ্বজিতের মামনি কা দেবনাথ প্রীতি শ্রমিকের কাজ করে যা টাকা উপার্জন করে সেই টাকা

অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রতিটি সাবজেক্টে লেটার মার্ক পায়। বৰ্তমানে বিশ্বজিৎ দেবনাথ আই টি টি জ্যেম পরীক্ষায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কিন্তু বিশ্বজিৎ আরো এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু অর্থের অভাব বিশ্বজিতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিশ্বজিৎ এবং তার মা রাজ্য সরকারের কাছে ছেলেকে আরো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় হল সংবাদ পরিবেশিত হবার পর সরকার হতদরিদ্র বিশ্বজিতের দিকে কতটুকু মুখ তুলে



© Reach us @ 8014251101 / 8798610070

🔀 Khejurbagan, Airport Road, Agartala, Tripura (W) - 799 006.

স্বর্ণযোগের মানিক সরকার ৷হীরার

